NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের পথ প্রদর্শক ভগবান শ্রী রামচন্দ্র

বাসন্তী দুর্গাপুজো ও রাম নবমী নিয়ে বিশেষ আলেখ্য ৮

কলকাতা ৬ এপ্রিল ২০২৫ ২৩ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.4.2025, Vol.18, Issue No. 294 8 Pages, Price 3.00

প্রশাসনের সর্বোচ্চ নজরদারিতে

আজ রামনবমীর মিছিল

সারাদিন খোলা নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমী উৎসব পালনকে কেন্দ্র করে অতীত অশান্তির নজির রয়েছে। তাই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসব পালন করতে রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রামনবমী পালনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতেও বিশেষ নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে রামনবমী পালন করতে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা প্রস্তুতি রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের। অশান্তির আশঙ্কা থাকায় সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে নজরদারি চালানোর জন্য এবার নবান্নও খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রবিবার, ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও খোলা থাকছে রাজ্যের মূল প্রশাসনিক ভবন। জানা গিয়েছে, খোলা থাকছে পুলিশের কন্ট্রোল রুম। সেখানে বসে নিজে সবদিক নজরে রাখবেন এডিজি, আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। থাকবেন পুলিশের অন্যান্য শীর্ষ কর্তারাও। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে প্রায় আড়াইশো মিছিল বেরনোর কথা। তার সবকটাই যাতে সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়, সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর নবান্নে বসে নজরদারি চালাবেন পুলিশকর্তারা। অন্যদিকে, রাজভবনের তরফেও খোলা হচ্ছে পিস রুম।

রামনবমী নিয়ে এবার অনেক আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছে রাজ্য প্রশাসন। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশের সব স্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে কোথায় কোন পুলিশ অফিসার দায়িত্বে থাকবে, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে গোটা রজ্যের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। নবান্নে ডিজি কন্ট্রোল রুম থেকে এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিমের নেতৃত্বে পুলিশের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত থাকবেন। অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। বিশেষত মালদহ, মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে মামলা পর্যন্ত হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। এবারও প্রচুর মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে।

এবার মোট অনুমোদিত মিছিল হবে প্রায় আড়াই হাজার। এছাড়া আরও প্রায় কয়েক হাজার এলাকাভিত্তিক ছোটো মিছিল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিটি মিছিলের সঙ্গেই যাতে পুলিশ থাকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর আগের দিন, শনিবার রানাঘাটে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, হিন্দু সংগঠকদের নিশানা করা এবং প্রশাসনের সহায়তায় ‘জিহাদি’ শক্তিদের ছাড় দেওয়ার অভিযোগ তুললেন তিনি। তীব্র ভাষায় তিনি বলেন, ‘আপনারা প্রশ্ন করছেন দুর্ঘটনা ঘটবে কেন? আমি বলছি, এমন সন্দেহ করাই বা হচ্ছে কেন? দুর্ঘটনার দিন পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। নিশরা, ডালখোলা, শিবপুরা, এই এলাকাগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একইদিনে উখলি ও শক্তিপুরেও দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিছুদিন আগেই মুসলিম সম্প্রদায়ের ইদের উৎসব ছিল। একটিও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কারণ, তারা তাদের ধর্মে বিশ্বাসী, এবং অন্যের ধর্মে আঘাত করেন না। এটাই স্বামী বিবেকানন্দের মূল মন্ত্র।’

হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে শুভেন্দুর বার্তা ছিল স্পষ্ট ‘আমি বলছি, যদি তৃণমূলের পুলিশ আর জিহাদিরা কাল ঘরে থাকে, তবে রাম নবমীর অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে হবে। কিন্তু যদি রাস্তায় থাকে, তবে সমস্যা হবেই।’ বেকার চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ‘এসএসসি দুর্নীতিতে ২৩ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী বঞ্চিত। বিজেপি তাদের পাশে প্রথম দিন থেকেই আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ভোট প্রচারে এসে নির্দেশ দিয়েছিলেন আইনি লড়াইয়ে প্রস্তুত থাকতে। তারপর ৩০ ডিসেম্বর ১৫ জন প্রার্থী এসএসসি ভবনে গিয়ে তথ্য জমা দেন। জানুয়ারির ২৭ তারিখে সেই মামলার শুনানি হয়। আমি নিজে ‘যোগ্য’দের পক্ষে আওয়াজ তুলেছি।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ‘এই দুর্নীতির জন্য একজন মানুষকে বঞ্চিত করেননি, পুরো বাংলাকে করেছেন। বাতি-পোস্ট খুলে ফেলেছে। অথচ বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ২৩ লক্ষের লড়াইকে জয়ী করতে। আমরা জিরো টলারেন্স নিয়ে এগোব।’

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক চাকরি-বঞ্চিতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসঙ্গে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের একাধিক চাকরি-বঞ্চিত ও চাকরিচ্যুত সংগঠন। নবগঠিত ‘পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ’-এর ব্যানারে আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন বহু চাকরিপ্রার্থী। এবার তাঁরা ১২-১৩টি সংগঠন একত্রিত করে তৈরি করলেন একটি যৌথ মঞ্চ। সেই মঞ্চ থেকেই রাজ্য সরকারের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা;১৫ এপ্রিল, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় না বসেন, তাহলে ২১ এপ্রিল সরাসরি নবান্ন অভিযান হবে।

‘ভাতা নয়, চাই সম্মানজনক চাকরি’

শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন মঞ্চের প্রতিনিধিরা। গ্রুপ-ডি পদপ্রার্থী আশিল খামরাই বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আমাদের হতাশ করেছে। যদি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকত, তাহলে এতদিনে সমস্যার সমাধান হত। সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই আমরা চাকরি হারিয়েছি। এবার আর আশ্বাস নয়, চাই কার্যকরী পদক্ষেপ।’

আন্দোলনের দিন রূপরেখা

২১ এপ্রিল দুপুর ১২টা থেকে দুটি মিছিল শুরু হবে;একটি কলেজ স্কোয়ার থেকে এবং অন্যটি সাঁতরাগাছি থেকে। দু’দিকের মিছিল মিলিত হবে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে, সেখানেই ধর্নায় বসবেন আন্দোলনকারীরা। মঞ্চের আরেক সদস্য শুভদীপ মান্না বলেন, ‘যে ভরসায় মুখ্যমন্ত্রীকে এনেছিলাম, তা ভেঙে গিয়েছে। আমরা কি শুধু ভোট দেওয়ার জন্য? চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে যাব? যুবশ্রী বা ভাতা দিয়ে সংসার চলে না। আমাদের জীবন আজ বিপন্ন। তাই স্লোগান;‘জীবন যখন বিপন্ন, সবাই চলো নবান্ন।’

রাজনৈতিক পক্ষপাতের উর্ধ্বে থাকার বার্তা

২০০৯ সালের টেট পাশ দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, ‘বাম আমলে যাঁরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই ক্ষমতায় থেকেও কথা রাখেননি। আমরা কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে চাই না। যদি সৌরভ গাঙ্গুলি বা শুভেন্দু অধিকারী আলোচনার উদ্যোগ নেন, তাতেও আমরা রাজি। আমাদের একটাই চাওয়া;চাকরি। ভাতা নয়, মোবাইল নয়, চাই স্থায়ী সমাধান।’

৭ এপ্রিলের বৈঠকের আগেই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

রাজ্য সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মুখোমুখি হবেন কিছু চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের উপর ভরসা রাখতে। তবে, ঐক্য মঞ্চের দাবি;বারবার প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তব রূপ পায়নি কিছুই। তাই আলটিমেটাম দিয়ে এবার রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।মঞ্চের পক্ষে জানানো হয়েছে, ‘আমরা আর দীর্ঘসূত্রিতা চাই না। মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই সমাধানে আগ্রহী হন, তাহলে ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই সব সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসুন। নইলে ২১ এপ্রিলের নবান্ন অভিযান অনিবার্য।’

সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান

এই কর্মসূচিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ কামনা করেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বার্তা;এই আন্দোলন শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য নয়, বরং যুবসমাজের ভবিষ্যতের জন্য। মঞ্চের তরফে বলা হয়েছে, ‘আমরা প্রতিদিন আতঙ্কে দিন কাটাই। আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি বলে সরকারি শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমরা ভাতা চাই না, চাই পরিশ্রমের উপযুক্ত স্বীকৃতি।’ চাকরিপ্রার্থীদের এই সমন্বিত আন্দোলন শুধু একটি দাবি নয়, বরং এটি রাজ্যের শিক্ষা ও প্রশাসনিক নীতির প্রতিও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন। এখন দেখার, রাজ্য সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বেছে নেয়, না কি ২১ এপ্রিল রাজপথেই গড়ায় উত্তপ্ত প্রতিবাদ।

চিনের ‘দাদাগিরি’ রুখতে মোদিকে আশ্বস্ত করলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট

কলম্বো, ৫ এপ্রিল: শ্রীলঙ্কার মাটি এবং জলপথ ব্যবহার করে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা দিশানায়েক। ভারতের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কোনও কাজে শ্রীলঙ্কার মাটি এবং জলভাগকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি। বস্তুত, গত কয়েক বছরে চিনের বেশ কিছু জাহাজ শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে, ভারত মহাসাগরে ঘুরপাক খেয়েছে। শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের একাংশ ইজারা নিয়েছে চিন। এই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে বৈঠকে অনুরার এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার আন্তর্জাতিক মঞ্চ ‘বিমস্টেক’-এর সম্মেলন শেষে শুক্রবার রাতেই থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক থেকে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছেন মোদি। শনিবার শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন অনুরা। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক (মউ)-ও স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রথম বার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই প্রতিবেশী দেশের মউ স্বাক্ষরিত হল। পরে বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি জানান, মোদির সঙ্গে বৈঠকে অনুরা কথা দিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার মাটি এবং জলভাগ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে উঠে এসেছে মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গও। ভারতীয় মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে কখনও কখনও ভুলবশত শ্রীলঙ্কার জলসীমায় প্রবেশ করে যান। এমন বেশ কয়েক জন মৎস্যজীবী এখনও শ্রীলঙ্কার জেলে বন্দি। ভারতীয় মৎস্যজীবীদের যাতে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে কথাও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন মোদি। বৈঠকের পরে যৌথ বিবৃতিতে অনুরাকে পাশে নিয়ে আবারও সেই কথা বলেছেন তিনি। মোদি বলেন, ‘মৎস্যজীবীদের বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। তাঁদের (মৎস্যজীবীদের) দ্রুত ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাঁদের নৌকোও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।’

পরে বিদেশসচিব মিশ্রি জানান, ভারতকে আশ্বস্ত করা হয়েছে ১১ জন মৎস্যজীবীকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ। আগামী দিনে আরও মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে আশাবাদী তিনি।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে এই নিয়ে চতুর্থ বার শ্রীলঙ্কায় গেলেন মোদি। গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বাম নেতা অনুরা। এর পরে ডিসেম্বরে দিল্লি এসে মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। সেই বৈঠকেও শ্রীলঙ্কার মাটিকে ভারত-বিরোধী তৎপরতায় ব্যবহার না করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। তবে শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দরের একাংশ চিন ইজারা নেওয়ায় পরিস্থিতির উপর সর্ব ক্ষণ নজর রেখে গিয়েছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার মোদির সঙ্গে বৈঠকে আবারও নিজেদের অবস্থানের কথা জানালেন অনুরা।

প্রধানমন্ত্রী মোদির এ বারের কলম্বো সফরে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে মোট সাতটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মউ। আগামী দিনেও শ্রীলঙ্কার উন্নয়নে ভারত পাশে থাকবে বলে অনুরাকে আশ্বস্ত করেছেন মোদি। অনুরাও ভারতকে ‘খুব কাছের’ বন্ধু হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মোদির ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ ভাবনারও প্রশংসা করেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট।

শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী

কলম্বো, ৫ এপ্রিল: আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও এক শিরোপার অধিকারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘মিত্র বিভূষণ পদক’-এ সম্মানিত করল শ্রীলঙ্কা সরকার। ভারত ও দ্বীপরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে, উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নীতকল্পে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া হল মোদিকে। স্বভাবতই মোদির এই স্বীকৃতিতে অস্বস্তি বাড়ল চিনের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বন্ধুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই প্রবর্তিত হয় ‘মিত্র বিভূষণ পদক’। দুই দেশের সম্পর্কের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই সম্মানের মাধ্যমে। মোদিকে দেওয়া পদকের নকশায় রয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কা বন্ধনের নানা প্রতীক। যেমন, ধর্মচক্র যা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি, পুন কলস;ধানের আঁটি রাখার একটি আনুষ্ঠানিক পাত্র, যা সমৃদ্ধির প্রতীক। এবং নবরত্ন বা নয়টি মূল্যবান রত্ন। এছাড়া পদ্মের পাপড়ি একটি গোলকের মধ্যে আবদ্ধ নকশাও রয়েছে, যা স্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতীক। পদকটির নকশায় খোদাই করা সূর্য ও চাঁদ চিরকালীন সম্পর্কের প্রতীক। প্রাচীন সভ্যতা থেকে অসীম ভবিষ্যতের দিকে দিকনির্দেশ করে।

বৃষ্টির ঘাটতি পূরণে আগামী সপ্তাহেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস মিলল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। গত এক মাসে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিতে অন্তত ৪৪ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টিতে ঘাটতি রয়েছে ১০০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি। অর্থাৎ, সম্ভাবনা থাকলেও গত এক মাসে সে সব জেলায় বৃষ্টি একেবারেই হয়নি। এর মাঝেই অবশ্য আগামী সপ্তাহে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। সোমবার থেকে ভিজতে পারে কোচবিহার এবং মালদহও। এই জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। আপাতত উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। চৈত্র মাস থেকেই বাংলার জেলায় জেলায় তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছে।

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল: মণিপুরে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে এ বার মেইতেই এবং কুকি জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসল কেন্দ্রীয় সরকার। দুই জনজাতির মধ্যে সংঘাতকে ঘিরে ২০২৩ সালের মে মাস থেকে তপ্ত রয়েছে মণিপুর। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রয়েছে। মণিপুরের প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের এক প্রতিনিধিদল মণিপুরে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জরিপ করেছে। এরই মধ্যে শনিবার দুই জনজাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসল কেন্দ্র। পিটিআই সূত্রে খবর, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানের’ পথ খুঁজতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। ২৩ মাসের এই সংঘর্ষে প্রথম বারের জন্য মুখোমুখি বসল মেইতেই ও কুকিরা।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম — স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি — অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই “বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)” কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Poly Sinha** D/O late Adhir Ch. Das R/o 4/2, R.A.N. Singha Lane, Beleghata, Kolkata-700010 shall henceforth be known as Poly Rita Sinha as declared before Ld. 1st class Judicial Magistrate at Sealdah Court vide Affidavit No. 3189 dated 04/04/2025. That **Poly Sinha** and **Poly Rita Sinha** both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Mintu Misra S/o Late Ramanath Misra, ঠিকানা ২৩ Panpara 4th Lane, P.O.-Talpukur, P.S.-Titagarh, 24 Pgs. (N), Kol-123 আমার নাম Anup alias Asit Kumar Misra S/o Late Rama Nath Misra এবং এর পরিবর্তে সঠিক নাম হইলো Mintu Misra S/o Late Ramanath Misra গত ০৪/০১/২০২০ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M. কোর্টের এফিডেফিট দ্বারা ঘোষণা করা হইলো।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

মিস (প্রোবেট) ৩/২০২০

দরখাস্তকারী: উত্তম ঘোষ, পিতা চিত্ত রঞ্জন ঘোষ, সাং এলানিয়া শিবতলা রোড, ফুলবাগান, থানা ও পো: নবদ্বীপ, নদীয়া, জেলা নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন কে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী **রাধা দাসী বৈষ্ণবী গোস্বামীর** ত্যক্ত সম্পত্তি পাইবার জন্য উইলের প্রোবেটের জন্য অত্র আদালতে উক্ত দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে অন্যথায় আইন মেতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল (উইলকৃত সম্পত্তি)

জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলানিয়া শিবতলা রোডস্থিত ১৪২ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি যাহার:- **মৌজা**- ২০, নবদ্বীপ, **খতিয়ান**- এল আর ১৬১২৮, **দাগ নং**- আরএস ৭৪২৫ এলআর ১৬১২৮, **রকম**- ভিটি, **পরিমান**- ১.৬৩ শতক সম্পত্তি, **চৌহদ্দি**:- উত্তরে-মনোজ হালদারের বাড়ী, দক্ষিনে- কার্ত্তিক কর্মকার দীং এর বাড়ী, পূর্বে-পৌরসভার সিমেন্টের গলি রাস্তা। পশ্চিমে-গোপাল দেবনাথের বাড়ী এই চৌহদ্দির মধ্যে উইলকৃতি সম্পত্তি অবস্থিত।

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder (সেরেস্তাদার)।
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip, Nadia, 20.01.24

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতৎ শ্রীমত্যা গীতা রানী শীল, স্বামী-মৃত শশধর শীল, সাং-তালতলা ৫ নং ওয়ার্ড পোঃ-কল্যানী, জেলা- নদীয়া, দীগরের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ১৬/১২/২০২১ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস.আর অফিসের IV নং বহির ২২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তার দলিল বলে আমি বিদ্যুৎ বিশ্বাস ১৯৭০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কোবলা দলিল মূলে খরিদ করি।দলিলের তপশীল জেলা- নদীয়া, ৫২ নং বীরপাড়া মৌজায় এল. আর ৬৫৯, ১৫৮০,১০১ ও ১২৭ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর এস ও এল. আর ৬১২,৬১৪,৬১৭,৬২২নং দাগে ৩৯.৮৬৮৭ শতক জমি হইতেছে। এবং একই আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমি সুকুমার রায় ৫৮০৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত হই। যাহার তপশীল ৫২ নং বীরপাড়া মৌজায় এল. আর ৬৫৯ খতিয়ানের অর্ন্তগত আর এস ও এল. আর ৬১৪ দাগে ৪.৯৫ শতক জমি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, আমি রেকর্ড করাই কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

DECLARATION

I, SRI RAVI KUMAR SHAW S/O Mr. Shatindar Shaw residing at 31, Cossipore Road, P.S. & P.O. - Cossipore, Kolkata-700002 do hereby declare vide affidavit No. 1034 filed in the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata dated 04.04.2025 that my father's actual and correct name and surname is Shatindar Shaw and it is recorded in my Aadhar Card and his too but inadvertently, my father's name has been recorded as Satyendra Shaw in my Secondary School Examination Certificate, Satendra Shaw in my passport and Satyendra Shaw in my PAN card. Shatindar Shaw, Satyendra Shaw and Satendra Shaw is the same and one identical person.

DECLARATION

I, ASHNEHA KUMARI D/O Ravi Kumar Singh residing at Balindi 7 No. Gate, P.O.-Mohanpur, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, PIN - 741246, W.B. do hereby declare vide affidavit No. 4455 filed before the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 04.04.2025 that my actual and correct name is ASHNEHA KUMARI and it is recorded in my maximum documents including Aadhar Card but inadvertently my name has been recorded as ASNEHA KUMARI in the marksheet cum certificate issued by the CBSE. The purpose of this affidavit is to rectify my name for avoiding any complication in future. ASHNEHA KUMARI and ASNEHA KUMARI is the same and one identical person.

DECLARATION

I, PUSHPA DEVI W/O Ravi Kumar Singh residing at Balindi 7 No. Gate, P.O.-Mohanpur, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, PIN - 741246, W.B. do hereby declare vide affidavit No. 4454 filed before the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 04.04.2025 that my actual and correct name is PUSHPA DEVI and it is recorded in my maximum documents including Aadhar Card but in my daughter ASHNEHA KUMARI 's marksheet cum certificate issued by the CBSE, my name has been recorded as PUSHPA KUMARI inadvertently. The purpose of this affidavit is to rectify my name for avoiding any complication in future. PUSHPA DEVI and PUSHPA KUMARI is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই এপ্রিল, রবিবার। শ্রীশ্রী দুর্গা বাসন্তী অন্নপূর্ণা চৈত্র নবরাত্রি র মহানবমী তিথি। শ্রী রাম নবমী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ শ্রীশ্রী বাসন্তী অন্নপূর্ণা চৈত্র নবরাত্রি র মহানবমী তিথি মুহূর্ত। শ্রী রাম নবমী তিথি। মা ভুবনেশ্বরী দেবী আবির্ভাব।)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতৎ শ্রী পবন মন্ডল, পিতা-মৃত গুরু প্রসাদ মন্ডল, সাং-জঙ্গল,পোঃ-মদনপুর জেলা- নদীয়া, বিগত ইংরাজী ১১/০৯/২০০৭ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস.আর অফিসের IV নং বহির ১০৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই।উক্ত দলিল বলে ২৫৩৮,৩৫৩৭,ও ৩৯৮২নং কোবলা দলিল মূলে আমি রীতা দাস ৫৩৩৯ নং রেজিস্ট্রীকৃত দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত। দলিলের তপশীল জেলা- নদীয়া, ৯৫ নং জঙ্গল মৌজায় এল. আর ৮৭৬ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর এস ও এল. আর ৮৮৮ নং দাগে ৫.৭৭৫শতক জমি প্রাপ্ত।এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, আমি রেকর্ড করাই কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

শ্রীমতী রীতা দাস
জঙ্গল, নদীয়া।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতং শ্রীমতী কেকা দেবনাথ, স্বামী-শ্রী প্রদীপ দেবনাথ, সাং-১/এইচ/৪ ঘোষবাগান লেন, পোঃ-কাশিপুর জেলা-উঃ ২৪ পরগনা, দীগরের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস.আর অফিসের IV নং বহির ৬৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তার দলিল বলে আমি সুমন ঘোষ ৫১৬৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কোবলা দলিল মূলে খরিদ করি। দলিলের তপশীল জেলা- নদীয়া, ৯৬ নং জীবননগর মৌজায় এল, আর ৭৯ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত আর এস ও এল. আর ১৩৪ নং দাগে ০৬ শতক জমি খরিদা।এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, আমি রেকর্ড করাই কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে এক মাসের মধ্যে তাহার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

শ্রী সুমন ঘোষ
আলাইপুর, নদীয়া।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাঁকরাইলে অস্ত্র হাতে মিছিল, রাজগঞ্জ থেকে ঘোড়ায় টানা রথে এলেন রামচন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁকরাইল: রামনবমীর আগেই অস্ত্র হাতে রাজপথে নামলেন রামভক্তরা। শনিবার দুপুরে হাওড়ার সাঁকরাইলের রাজগঞ্জে এক রামনবমী পালন কমিটির শোভাযাত্রায় দেখা গেল তলোয়ার, কাটারি, দা, হাঁসুয়া হাতে যুবকদের। ডিজের তালে তালে নাচ, সঙ্গে ঘোড়ায় টানা রথে রামচন্দ্রের মূর্তি;এই ভঙ্গিতেই এলেন তাঁরা মানিকপুরের মণ্ডপে। ওই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন সাধুসন্তও। সাঁকরাইলের মানিকপুরের এক রামনবমী পালন কমিটি রামচন্দ্রের মূর্তির বায়না দিয়েছিল রাজগঞ্জে। সেই অনুযায়ী রথযাত্রার আকারে মূর্তি আনতে গিয়ে মিছিল করে তারা। আইন অনুযায়ী অস্ত্র হাতে মিছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কলকাতা হাইকোর্টও রায় দিয়ে বলেছে ধাতব অস্ত্র বা কোনও ধারালো জিনিস হাতে নিয়ে মিছিলে অংশ নেওয়া যাবে না। কিন্তু শনিবারের শোভাযাত্রায় প্রকাশ্যে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে বলেই দাবি স্থানীয় প্রশাসনের একাংশের। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতেই উদ্যোক্তাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, আমরা কাউকে অস্ত্র আনতে বলিনি। তবে রামনবমীতে অস্ত্র হাতে মিছিল করাটা বহু বছরের প্রথা। রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে হাওড়া শহরে দু'টি মিছিলে অস্ত্র ও ডিজে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তা সত্ত্বেও

নজরে পুলিশ, উদ্বেগে প্রশাসন

শনিবারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। আদালতের অবস্থান প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সূত্রে বলা হয়েছে, অন্য ধর্মের মানুষরা যখন অস্ত্র হাতে মিছিল করেন, তখন হিন্দুদেরও উচিত নিজেদের অধিকারের জন্য আদালতে যাওয়া। শনিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য পুলিশের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। ইতিমধ্যেই ১০টি পুলিশ জেলা ও কমিশনারেটকে সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছে নবান্ন। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে ২৯ জন আইপিএস অফিসার।

২ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের সব কর্মী-অফিসারের ছুটি বাতিল। শুধু কলকাতায় ৫৯টি শোভাযাত্রা ঘিরে মোতায়েন থাকবে ৫ হাজারের বেশি পুলিশ। বিশেষ নজর থাকবে এন্টালি, পিকনিক গার্ডেন, কাশিপুর, হেস্টিংস ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে।

নির্ধারিত রুট ও অনুমতি ছাড়া কোনও মিছিল করলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে লালবাজার। বড় মিছিলে ড্রোন ও বহুতল থেকে নজরদারি, সিসি'র পাশাপাশি থাকবে লাইভইউ প্রযুক্তিতে সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

হাওড়ার থার্মোকল কারখানায় আগুনে ঝলসে মৃত ১৮ বছরের আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলার আন্দুল রোডের আলমপুর মোড়ে ফের আগুন! শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ হঠাৎই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে একটি থার্মোকলের থালা-বাটি তৈরির কারখানা। কারখানার ভিতরেই মৃত্যু হয় ১৮ বছরের এক যুবকের। মৃতের নাম আকাশ হাজরা, বাড়ি উলুবেড়িয়ার তুলসিবেড়িয়া রাজপুর থানার অন্তর্গত এলাকায়।

ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। বহু চেষ্টা করেও আকাশকে বাঁচানো যায়নি। কারখানার সামনে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, মৃতদেহ আটকে রাখা হয়, উঠে আসে প্রশ্ন; বারবার আগুন লাগার পরও প্রশাসন কী করছে? কারখানায় আগুন নতুন কিছু নয়! স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই কারখানায় আগুন লাগা এখন নিয়মিত ঘটনা। বিশেষত গরমকালে, যখন থার্মোকলের থালা-বাটি তৈরির মেশিন অতিরিক্ত তাপে কাজ করে, তখনই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। গোটা এলাকা গ্যাস ও ধোঁয়ায় ভরে ওঠে। বহুবার আগুন লাগার পরেও কেন এই বিপজ্জনক কারখানা চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

রাম নবমী ঘিরে পুলিশি 'ষড়যন্ত্র', ডালখোলায় উত্তেজনা
'হিন্দু সংগঠকদের হয়রানি করছে প্রশাসন', তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডালখোলা ও ইসলামপুর: রাম নবমীকে সামনে রেখে ডালখোলায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ পুলিশ প্রশাসন। ইসলামপুরের এসডিওর নির্দেশে প্রায় চল্লিশ জনকে এক লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড ও সমমূল্যের জামিনের আদেশের মুখোমুখি হতে বলা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এক আদেশে ডালখোলার এক জনপ্রিয় রাম নবমী উদ্যোক্তাকে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে কুখ্যাত বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তিনি নাকি এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা তৈরি করছেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ অধিকারীর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ রাম নবমীর মতো হিন্দু ধর্মীয় উৎসব বানচাল করতে চক্রান্তে নেমেছে। আসল দোষীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, আর যারা ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত, তাদের নিশানা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর ৩০ মার্চ, রাম নবমীর দিন ডালখোলায় যে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই মামলার তদন্তভার নিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ওই ঘটনায় শান্তির ছেলেরা নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠীর ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে সংস্থা। এনআইএ জানায়, পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছিল, ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিদের শনাক্ত করা হয়। তাঁরা এখনো হেপাজতে রয়েছেন।

শুভেন্দুর দাবি, যেখানে এনআইএ হিংসার আসল মাথাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, সেখানে রাজ্য পুলিশ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হেঁটে উৎসব আয়োজকদের দমন করছে। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, উৎসবের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তবে তাতে আশ্বস্ত নন বিরোধী নেতারা।

যাদবপুরে রামনবমী পালন নিয়ে নিষেধাজ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পাল্টা প্রশ্ন এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রামনবমী পালন নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এবিভিপি-র উদ্যোগে রামনবমী পালনের পরিকল্পনা ছিল আগামী রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে রামনবমী পালনের অনুমতি দেয়নি। পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে এবিভিপি, ইফতার পার্টি হলে রামনবমী পালনে নিষেধাজ্ঞা কেন?

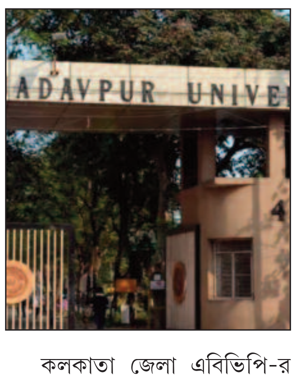

কলকাতা জেলা এবিভিপি-র সম্পাদক দেবাঞ্জন পাল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই একপেশে সিদ্ধান্ত আমরা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। তা সত্ত্বেও আমরা শ্রী রামচন্দ্রের আরাধনা করবই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি লিখিত রেজুলিউশনের ভিত্তিতে রামনবমী পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে খবর। উপাচার্য পদ শূন্য থাকায়, সহ উপাচার্য এবং বিভিন্ন ডিনের সই করা ওই রেজুলিউশনে বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যাবে না। এই প্রেক্ষিতে এবিভিপি অভিযোগ তুলেছে, উপাচার্যের অনুপস্থিতিতেও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে; কিন্তু শুধুমাত্র রামনবমী নিয়েই আপত্তি তোলা হচ্ছে। এমনকী রামমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে লাইভ স্ট্রিমিংয়ের সময়ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি তুলেছিল বলে দাবি সংগঠনের।

ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমাবেশে বিজেপিকে একহাত নিলেন যুব তৃণমূল নেতা ও বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০০ টাকায় বিধানসভা ভাড়া! ওয়াকফ লুটে তৃণমূল-বিজেপি একসুরে, ফাঁস করলেন অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার শিরদাঁড়ায় চলছে নির্বিচার লুট। আর সেই লুটের মূল চালক কারা? কেন্দ্র-রাজ্যের দুই শাসকদল বিজেপি ও তৃণমূল। অন্তত তেমনই বিস্ফোরক অভিযোগ ছুঁড়ে দিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর দাবি, বাংলায় ওয়াকফ সম্পত্তির নামে এক ভয়ানক দুর্নীতির জাল বিছিয়েছে শাসকেরা, যেখানে তৃণমূল ও বিজেপি কার্যত হাত ধরাধরি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আগুনে ঘি ঢালছে।

লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুই কক্ষেই পাশ হয়েছে বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল।

পাইকপাড়ায় বনেদিবাড়ি দাস পরিবারের অন্নপূর্ণা পুজো।

সুন্দরবনে স্বপ্নের ইতিহাস হ্যামিলটন-রবীন্দ্র সাক্ষাতে গোসাবার জন্মকথা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিং স্টেশনে সংরক্ষিত কবিগুরুর স্মৃতিচিহ্ন, পূর্ব রেলের ভাবনায় জনসমক্ষে আনার পরিকল্পনা। সুন্দরবনের নিঃশব্দ নদীপথ আর ম্যানগ্রোভে ঘেরা দ্বীপপুঞ্জের অন্তরালে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় বহাল রয়েছে আজও; যেখানে মিলেছে স্কটল্যান্ডের শিল্পপতির স্বপ্ন ও বাঙালির কবিসাহেবের সমাজদর্শন। গল্পটি স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঘিরে। এক শতাব্দী আগে যা শুরু হয়েছিল সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে, তার ধ্বনি আজও শোনা যায় গোসাবার নিঃসীম অরণ্যে।

স্যার হ্যামিলটন ১৮৮০ সালে ভারতবর্ষে এসে শুধু পুঁজির ব্যবসা নয়, গড়ে তুলেছিলেন এক আদর্শ সমাজচিত্র। ১৯০৩ সালে তিনি সুন্দরবনের গহিনে, গোসাবা নামে এক দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন 'বীকনস বাংলো'। এখান থেকেই শুরু হয় আত্মনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা; সমবায়, ব্যাংক, স্কুল, হাসপাতাল;সবই তার অংশ।

এই উদ্যোগেই সাড়া দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর, হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে তিনি রওনা দেন গোসাবার উদ্দেশে। শিয়ালদা থেকে রেলের বিশেষ কোচে এসে পৌঁছন ক্যানিং স্টেশনে। সেখান থেকে নৌপথে সকাল ১০৩০ নাগাদ রওনা দেন সুন্দরবনের দিকে। গোসাবায় দু'দিন কাটান কবি। বীকনস বাংলোয় থাকাকালীন তিনি হ্যামিলটনের গড়া সমাজব্যবস্থার খুঁটিনাটি দেখেন, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের মডেল তুলনা করেন। দুই মনীষীর মধ্যে উন্নয়ন ভাবনার আদানপ্রদান পরবর্তী সময়েও চিঠির মাধ্যমে চলতে থাকে।

এই সফরের এক অনন্য স্মারক আজও রয়ে গিয়েছে;ক্যানিং স্টেশনের রানিং রুমে সংরক্ষিত একটি কাঠের চেয়ার, যেখানে বসে কবি ট্রেনের অপেক্ষা করেছিলেন। গোসাবা নামটির উৎসও জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়। 'গো' অর্থে গরু, 'সা' মানে সাপ, আর 'বা' বাঘ; সুন্দরবনের তিন প্রতীকী প্রাণীর নাম থেকেই নাকি তৈরি হয়েছিল 'গোসাবা' নামটি।

আজও গোসাবার বীকনস বাংলো, যা স্থানীয়দের কাছে 'হ্যামিলটন বাংলো' বা 'রবীন্দ্রনাথের বাংলো' নামেই পরিচিত, এ এক দর্শনীয় স্থান। সেখানে পৌঁছাতে হলে শিয়ালদা থেকে ট্রেনে ক্যানিং, সেখান থেকে গদখালি পর্যন্ত বাস বা অটো করে গিয়ে, সেখান থেকে নৌকাযোগে পৌঁছতে হয় বাংলোর দ্বারে। পূর্ব রেলওয়ে সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কবির পদার্পণসংলগ্ন স্থাপত্যগুলি সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে পর্যটনের উন্নয়নের কথাও ভাবা হচ্ছে।

প্যারেন্ট ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, কালাবেরিয়া, বিষ্ণুপুর, রাজারহাট, শনিবার তাদের প্যারেন্ট ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে ঘোষণা করল। হরিয়ানা শিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট হিসেবে একাডেমি নতুন পরিবারগুলিকে স্বাগত জানিয়ে স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বমানের অবকাঠামো এবং শিক্ষাগত পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করায়। একাডেমি নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করে এবং শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই) থেকে সংযুক্তির জন্য আবেদন করতে চলেছে। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত ট্রাস্টি, ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সজন বনসল এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ কুমার গুপ্তা।

সিপিএম সনাতনী বিরোধী শক্তি, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাম নবমীর প্রাক্কালে রাজ্যে ধর্মীয় উৎসব ঘিরে উত্তেজনার আবহে এবার এক্স (প্রাক্তন টুইটার) হ্যান্ডেলে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসকে একযোগে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, সিপিএম এখন কার্যত হিন্দু বিরোধী তৃণমূল সরকারের সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছে এবং ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল হিসেবে মুসলিম তোষণনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

শুভেন্দুর বক্তব্যে স্পষ্ট অভিযোগ, সিপিএম নেতৃত্ব ইন্ডি জোটের শরিক দল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হিন্দু বিরোধী সরকারকে সহযোগিতা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তোষণবাজ তৃণমূলের অবস্থান অনুকরণ করে শ্রীরাম নবমী উদযাপনের আয়োজকদের 'উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন' বলে আখ্যা দিচ্ছে!

তিনি তীব্র ভাষায় বামপন্থীদের আক্রমণ করে বলেন, সনাতনী হিন্দুরা উগ্র হয় না, সহনশীল হয়। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যার জোরে অপরাধমূলক আচরণ করে না। বরং বারবার আক্রান্ত হয়; যার নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। সিপিএম নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করে শুভেন্দুর মন্তব্য, এ কথা অবশ্য মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের মাথায় ঢুকবে না। তারা সংবেদনশীলতার প্রদর্শনেও আমরা-ওরা করে। দু'এক দিন আগেই তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে পার্টি কংগ্রেসের মঞ্চে কাঁধে 'কেফিয়া' নিয়ে সংহতির বার্তা দিচ্ছিলেন সিপিএম নেতারা, অথচ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর বছরের পর বছর ধরে চলে আসা অকথ্য নির্যাতন তাঁদের বিবেকে নাড়া দেয়নি। রাম নবমী উদযাপন ঘিরে তাঁর এই মন্তব্য যে রাজনৈতিক বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে, তা বলাই যায়।

সময়মতো ওষুধ না মেলায় মৃত্যু তিন বছরের শিশুকন্যা অনুশ্রীর

পরিবারের অভিযোগের আঙুল এসএসকেএমের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সময়মতো মিলল না ওষুধ। আর তারই ফলে মৃত্যু বিরল রোগে আক্রান্ত তিন বছরের শিশুকন্যা অনুশ্রী ধরের। অনুশ্রীর পরিবার সূত্রে খবর, আট মাস অপেক্ষার পরও মেলেনি মহার্ঘ্য ওষুধ। অভিযোগ, তারই জেরে গত ৩০ মার্চ মৃত্যু হয় গাউচার ডিজিজে আক্রান্ত ব্যারাকপুরের বাসিন্দা অনুশ্রী ধরের (৩)। তিন বছরের শিশুকন্যার মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে রাজ্যে বিরল রোগ নীতি প্রণয়ন।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সারা দেশে ১২টি উৎকর্ষ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য মাথাপিছু ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এদিকে পূর্ব ভারতে বিরল রোগের চিকিৎসার একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান এসএসকেএম। গত বছর সেপ্টেম্বরে এসএসকেএমের মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারস্থ হন অনুশ্রীর বাবা বিপ্লব ধর, মা শিখা রানি ধর। এরপর গত ৩ মার্চ থেকে ন'দিন এসএসকেএমের অ্যানেক্স পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল অনুশ্রী। তবে এখানে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, চিকিৎসার জন্য এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি না দিয়েই অনুশ্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, ওষুধ এলে ফোন করে জানানো হবে। সেই ফোন আসার আগেই মেয়েকে হারালেন বাবা-মা। এই ঘটনায় অনুশ্রীর মা-বাবা স্পষ্টতই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন এসএসকেএমের দিকেই। সাফ বলছেন, 'এসএসকেএমের গাফিলতির জন্যই মেয়েকে হারাতে হল'। এখানেই শেষ নয়, আক্ষেপের সঙ্গেই সন্তানহারা দম্পতি বলছেন, 'চিকিৎসার খরচ সাধ্যের বাইরে হওয়ায় এসএসকেএমের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমরা। আট মাস অপেক্ষা করেও ওষুধ পেল না মেয়ে। সময়ে ওষুধ পেলে মেয়ে আজ আমার কোলে থাকত।'

গোটা ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও বলছেন অনুশ্রীর মা-বাবা। একই অবস্থা যেন আর কারও না হয়। ওষুধের অভাবে আর কারও বাবা-মায়ের কোল যেন খালি না হয়।

অনুশ্রীদের বাঁচাতে বিরল রোগ নীতি প্রণয়নে আন্তরিক হওয়ার আর্জি করছেন চিকিৎসকরাও। মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র বলছেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সার্বিকভাবে মানুষকে যদি মানুষ হিসাবে না দেখে ভোটার হিসাবে দেখি তাহলেই এই বিপত্তিটা হবে। মানুষ্যত্বের দিক থেকে দেখুন, এটাই সরকারের কাছে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের আবেদন।' বিরল রোগ নীতি প্রণয়নের কো-অর্ডিনেটর দীপাঞ্জনা দত্ত বলছেন, 'গাউচার ডিজিজ একটা জিনগত সমস্যা। ওষুধ পেলে বাচ্চারা বেঁচে যায়। অনুশ্রীর জন্যও আমরা ওষুধের অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ওষুধ না পেয়ে ও চলে গেল।'

এই ঘটনায ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় পদ্ম শিবিরের চিকিৎসক নেতা শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কেও। তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এই রাজ্য সরকার তো কাজকর্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছে। ভাত ঘুমেই ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরল রোগের জন্য ফান্ড রেডি। রাজ্য সরকারের চিঠি চালাচালি করতেই গিয়েই প্রাণটা চলে গেল বাচ্চাটার।'

জাল ওষুধ আটকাতে নানা পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের

হোল সেলারদের জন্য জারি হবে অ্যাডভাইজারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাল ওষুধ আটকাতে এবার অ্যাডভাইজারি জারি করতে চলেছে রাজ্য। রাজ্যজুড়ে ওষুধের দোকানের মালিক, ফার্মাসিস্ট থেকে শুরু করে হোল সেলারদের জন্য এই অ্যাডভাইজার জারি হবে আগামী সপ্তাহে, এমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে ওষুধ কিনতে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে নজর রাখারও। যেমন, প্রতিটি ওষুধে কিউআর কোড স্ক্যান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এও জানানো হযেছে, ওষুধের ব্যাচ নম্বর দেখে অনলাইনে গিয়ে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যও। যে ওষুধটি বিক্রেতা কিনছে সেই ওষুধটির সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

পাশাপাশি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে, ওষুধটি যে গোডাউন বা যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট থেকে নেওয়া হচ্ছে তাও। শুধু তাই নয়, সেখানে আগে কোনও সময় অভিযানের দরুণ লাইসেন্স বাতিল হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নেওয়াও। কারণ, গত কয়েক দিন ধরেই জাল ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। মোটা টাকা ডিসকাউন্টের আড়ালে সাধারণ মানুষকে জাল ওষুধও বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও হয়। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই এই নিয়ে অ্যাডভাইজারি জারি করতে চলেছে রাজ্য।

এরই পাশাপাশি জাল ওষুধের তদন্তে এবার রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশ বা রাজ্য পুলিশের অধীনে কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জাল ওষুধের তদন্ত করতে পারেন একমাত্র ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররাই। তাই পুলিশ দিয়ে তদন্ত করানো যায় নাকি তা নিয়ে আইনি মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য।

সম্প্রতি রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা জাল ওষুধের তদন্ত করতে গিয়ে অন্যান্য রাজ্যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার দিল্লিতে তদন্তে গিয়ে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসারদের তদন্তে অভাব হচ্ছে পরিকাঠামোরও। হুমকিরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসারদের। এক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করলে তা অনেকটাই কাটানো যাবে। অন্যান্য রাজ্য তারা বিনা বাধায় তদন্ত করতে পারবে। তার জন্যই এবার আইনি মতামত নিচ্ছে রাজ্য বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। ছবি: অদিতি সাহা

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে 'গ্রাম চলো' কর্মসূচি পদ্ম শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার আবার রাম নবমীর দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল পড়েছে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ৮ আর ৯ এপ্রিল রাজ্যে সব ক'টি বিধানসভা এলাকায় সম্মেলন করবে বঙ্গ বিজেপি। বিধানসভা ওয়াড়ি অন্তত একটি করে সম্মেলন করার পরিকল্পনা নিয়েছে বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সময়, সুযোগ আর পরিস্থিতি অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে একাধিক সম্মেলন হতে পারে।

একইসঙ্গে বঙ্গ বিজেপির শিবির থেকে এ খবরও মিলছে যে, ১০ থেকে ১৪ এপ্রিল 'গ্রাম চলো' কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। ঠিক হয়েছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীরা গ্রামে যাবেন। একটি গ্রামে দশ ঘণ্টার কর্মসূচি করবেন ওই নেতারা।

বিজেপি সূত্রে খবর, এটা মূলত স্বচ্ছতা সম্পর্কিত কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকের সঙ্গে মতের আদান প্রদান করতেই গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন নেতারা। গ্রামের বিশিষ্টজন বা বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সম্মানিতও করা হবে। গ্রামেই হবে সহভোজ। অর্থাৎ মধ্যাহ্নভোজ করা হবে কোনও একটি বাড়িতে। তার মাঝেই গ্রামের দলীয় কর্মীদের নিয়ে গ্রামেই সম্মেলন হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল স্তরে সংগঠনের ক্ষমতা বুঝে নিতে চাইছে বিজেপি। সে কারণেই একেবারে নিচু তলা থেকে কাজ শুরু করতে চাইছে। কিছুদিন আগেই হয়ে গিয়েছে সদস্য সংগ্রহ অভিযান।

কিন্তু তার কতটা প্রভাব গ্রাম বাংলায় পড়েছে, কতটাই বা কাজ করছেন মণ্ডল স্তরের নেতারা, তা ঝালিয়ে নিতে চাইছেন পদ্ম শিবিরের বড় মাথারা।

পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: শনিবারের সাত সকালে ওয়েবেল মোড়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক তথ্য প্রযুক্তি কর্মীর। মৃতের নাম রজনী মাহাতো। সূত্রের খবর, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ সাঁতরাগাছি থেকে বারাসাত রুটে একটি বাস ওয়েবেল মোড়ের কাছ দিয়ে যাওয়ার পথে ২৫ বছরের এক যুবতীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। শুধু তাই নয়, বাসের চাকা ওই যুবতীর মাথা পিষে দেয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও অন্যান্য পথচারীরা। দ্রুত রজনী মাহাতো নামে ওই যুবতীকে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য তীব্র

যানজটেরও সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে রজনীর বাড়ি ধাপা মাঠপুকুরে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার খবর পাঠানো হয় তাঁর পরিবারের কাছেও। এরপর হাসপাতালে আসেন রজনীর পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই ঘাতক বাস এবং বাসের চালককে আটক করে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

'২০২৬ বিজেপিকে চাই' পোস্টারে ছয়লাপ এবার ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বছর ঘুরলেই বাংলায় ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল এবং গেরুয়া শিবির। ২০২৬ সালের নির্বাচনে চতুর্থ বারের মতো ক্ষমতায় ফিরবে তৃণমূল সরকার। সেই আত্মবিশ্বাসের সুরও প্রতিধ্বনিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে। অপরদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আওয়াজ তুলেছেন, ২০২৬ সালে তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত। যদিও নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এভাবেই রাজনৈতিক তরজা চলতেই থাকবে। সনাতনীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়ে ব্যারাকপুর আনন্দপুরী সেন্ট্রাল রোড এবং ওল্ড ক্যালকাটা রোড জুড়ে পড়ল ব্যানার-পোস্টার। সেই ব্যানার কিংবা পোস্টারে উল্লেখ 'এবার ২০২৬ এ বিজেপিকে চাই।'

প্রচারক হিসেবে মিলন কৃষ্ণ আশের নাম রয়েছে। যিনি ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং বিজেপি নেতা। পোস্টারের মূল উদ্যোক্তা মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, বাংলাদেশে যেভাবে সনাতনীদের ওপর অত্যাচার চলছে। সেই অত্যাচারের আঁচ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এসে পড়েছে। ইদানিং বাংলায় দিকে দিকে সনাতনীরা আক্রান্তও হচ্ছেন। সনাতনীদের রক্ষার্থে ২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আসা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় বাংলায় সনাতনীরা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই বাংলায় সনাতনীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিতে এবং রামনবমী উপলক্ষে তাঁর এই উদ্যোগ। তাঁর দাবি, আগামীদিনে শুধু ব্যারাকপুর নয়, টিটাগড়-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে '২০২৬ এ বিজেপিকে চাই' ব্যানার কিংবা হোর্ডিং লাগানো হবে।

রামনবমী উপলক্ষে ভক্তদের ভিড় এবার বাড়বে মাদ্রাল হনুমান মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার মাদ্রাল দিঘির পাড় এলাকায় রয়েছে শতাধী প্রাচীন হনুমান মন্দির। এখানে রয়েছে পবনপুত্রের শায়িত কিংবা বিশ্রামরত মূর্তি। গোটা দেশে হনুমানজির এই ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল। নিত্য পুজো হয় এই মন্দিরে। তবে প্রতি মঙ্গলবার দূরদুরান্ত থেকে আগত ভক্তরা এই মন্দিরে ভিড় জমান। কথিত আছে, ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ করেন পবনপুত্র। তাছাড়া বিপদ থেকেও হনুমানজি ভক্তদের রক্ষা করেন। রবিবার রামনবমী উপলক্ষে এখানে ভক্তদের ঢল নামবে। বিভিন্ন দিক থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা থামবে এই মন্দিরের সন্নিকটে। মন্দিরের সেবাইত অরুন সিংহ জানান, রামনবমী উপলক্ষে এবারে মন্দিরে ভক্তদের ভিড় প্রচুর বাড়বে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি বন্দোবস্ত থাকবে। তাছাড়া দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে মন্দির কমিটি নিযুক্ত প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াবে। মন্দির কমিটির মেডিক্যাল টিমও থাকবে। রাস্তার ধারে ক্লাব-প্রতিষ্ঠানগুলোকে জলছত্রের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় পুরসভার জলের গাড়িও থাকবে। তাঁর কথায়, ভক্তদের নিরাপত্তার জন্য মন্দিরের চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। তিনি জানান, প্রতি বছর রামনবমীর আগেরদিন অন্নপূর্ণা মন্দিরে বাসন্তী পুজো মা অন্নপূর্ণা রূপে পুজো করা হয়।

পুরীতে রুম ভাড়া করতে গিয়ে ভুয়ো সরকারি ওয়েবসাইটের ফাঁদে চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওড়িশা সরকারের ওটিডিসি পান্থনিবাসের নামে ভুয়ো ওয়েবসাইট ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনে পুরীর পান্থনিবাসে রুম ভাড়া করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার এসএসকেএমের প্রাক্তন চিকিৎসক সঞ্জয় ঘোষ। এই ঘটনায় সার্ভে পার্ক থানায় ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক।

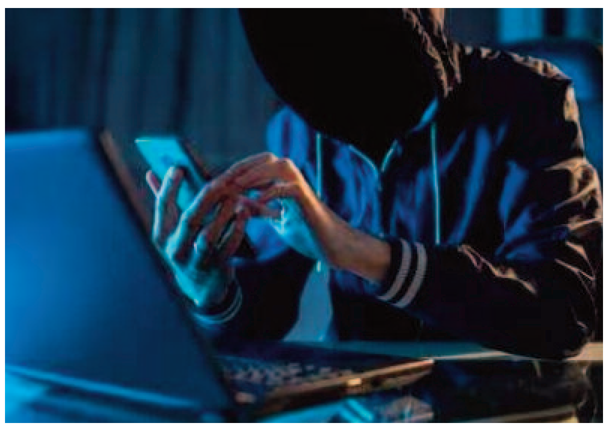

সঞ্জয়বাবু জানান, গত বুধবার পুরীর সরকারি পান্থশালার রুম ভাড়া করার জন্য ইন্টারনেটে ওড়িশা সরকারের ওয়েবসাইটের খোঁজ করেন চিকিৎসক। সার্চ ইঞ্জিনে ওটিডিসি পান্থ নিবাস পুরী লিখে সার্চ করতেই একেবারে প্রথমেই যে ওয়েবসাইট ভেসে উঠছে সেটিই ভুয়ো। ওয়েবসাইটে বুক নাও নামে কি ওয়ার্ডে প্রেস করলে একটি নম্বর ভেসে ওঠে। ফোন ধরে এক ব্যক্তি জানান, তিনি পান্থনিবাসের ম্যানেজার চন্দ্রকান্ত দাস। এ ক্ষেত্রেও নিখুঁত হোমওয়ার্কের পরিচয় দিচ্ছেন প্রতারকেরা। সত্যিই চন্দ্রকান্ত দাস নামে পুরীর পান্থনিবাসের এক ম্যানেজার রয়েছেন। তাঁর নাম-পরিচয় ভাঙিয়ে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতারকেরা।

প্রতারণার পরবর্তী ধাপ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। সোশ্যাল মেসেজিং সাইটে প্রথমেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পান্থশালার কয়েকটি ছবি। এরপর পাঠানো হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নম্বর। টাকা পাওয়ার পর যে রশিদ পাঠানো হচ্ছে তা দেখেই প্রতারণা যে হয়েছে টের পান চিকিৎসক। কারণ টাকা দেওয়ার পরও রশিদে লেখা ছিল বুকিং নট অ্যাপ্রুভড! তারপরই সোজা পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই চিকিৎসক। তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় ওটিডিসি-র মার্কেটিং হেড রঞ্জন মিশ্র গোটা ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, ওড়িশার ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ দায়ের করা হবে। বলছেন, গোটা প্রক্রিয়া কোন পথে এগোচ্ছে তা আমি ডাক্তারবাবুকে জানাব।

আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অস্ত্র জমা করতে প্রস্তুত, পুলিশি নোটিস নিয়ে প্রতিক্রিয়া অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার রাতে দিল্লি থেকে জগদ্দলের মজদুর ভবনে ফিরতেই প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে নোটিস ধরালো জগদ্দল থানার পুলিশ। শনিবার বেলা দু'টোয় তাঁকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জগদ্দল গুলি কাণ্ডে এই নিয়ে প্রাক্তন সাংসদকে পুলিশ ছ'বার নোটিস পাঠাল। পুলিশের এই নোটিস নিয়ে শনিবার অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, যেখানে হাইকোর্টের বিচারক মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, বুধবার শুনানির আগে পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়। তা সত্ত্বেও পুলিশ নোটিস ধরাচ্ছে। সুতরাং এই নোটিসের কোনও মূল্য আছে কিনা, তিনি জানেন না। তাঁর বক্তব্য, তিনি আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে তাঁর অস্ত্র জমা করবেন পরীক্ষার জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকারের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে অস্ত্র জমা দিলে, তা 'টেম্পার' হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারন, পুলিশের ওপর তাঁর ভরসা নেই। তাঁর দাবি, রাজনৈতিকভাবে শাসকদল তৃণমূল তাঁর সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাই ওরা পুলিশকে ব্যবহার করছে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ মার্চ রাতে গুলি-বোমাবাজির ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলরের পুত্র নমিত সিং ও সনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে গত ২৮ মার্চ পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই দু'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল না। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পুলিশ নগ্নভাবে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। এখানে নমিত সিং

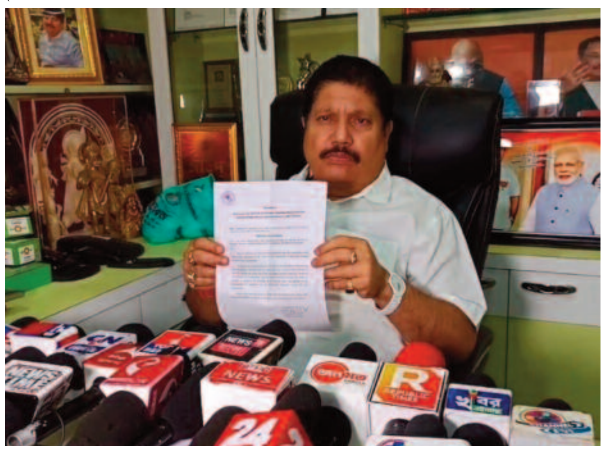

কোনও ফ্যাক্টর নয়। পুলিশ এসব খেলা খেলছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, এটা ২০২১ সালের বাংলা নয়। ২০২৬ সালের বাংলা হতে চলেছে। যেখানে সনাতনীরা রাস্তায় নেমে ভোটে অংশ নেবেন। কিন্তু একাংশ পুলিশ যারা এসব খেলা খেলছেন, ভবিষ্যতে তাদের কপালে খুব কষ্ট আছে। প্রসঙ্গত, রবিবার ঘটা করেই শিল্পাঞ্চল জুড়ে রামনবমী উৎসব পালিত হবে। এই উৎসব নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষ রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। শিল্পাঞ্চল জুড়ে তিনি রামনবমীর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ভাটপাড়ায় সুবৃহৎ শোভাযাত্রায় তিনি পা মেলাবেন। রামনবমী অনুষ্ঠানে তৃণমূলের যোগদান নিয়ে তিনি বলেন, পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে গিয়েছে। তাই ওদের রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিতে হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, যারা আগে রামকে মানতেন না। বাংলায় রামের কালচার নেই যারা বলতেন কি এমন অবস্থা হল, তাদের এখন রামনবমীর শোভাযাত্রায় নামতে হচ্ছে।

পার্কিং নিয়ে ঝামেলার জেরে মৃত্যু ট্যাংরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ট্যাংরা: গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝামেলার জেরে বিজয়গড়ে এক অ্যাপ ক্যাব চালককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এবার একই রকম ঘটনা ঘটল ট্যাংরায়। পার্কিং নিয়ে বচসার জেরেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ২ জনকে আটকও করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ট্যাংরার মথুরবাবু লেন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, অরুণ কুমার গুপ্ত নামের ৪৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমে দুই যুবকের ঝগড়া শুরু হয় স্কুটি পার্কিং নিয়ে। বচসা বাড়তে থাকতে যুবকদের পরিবারের আরও দুই সদস্য ঘটনাস্থলে আসেন। অভিযোগ, সকলে মিলে মারধর শুরু করেছিলেন অরুণকে। এর মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাছে বাড়ি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শরীর আরও খারাপ হওয়ায় অরুণকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বচসার সময়ে অরুণকে ধাক্কা দিয়ে ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজনের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ।

যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি এই ঘটনায়। তা হলেই পুলিশ তদন্ত শুরু করবে বলে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিজয়গড়ে গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝামেলার জেরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক ক্যাব চালককে মারধর করে কয়েকজন যুবক।

তারপরই তাঁকে হাসাপাতালে ভর্তি করা হলে মৃত্যু হয়। গাড়ি পার্কিংয়ের সময়ে তাঁদের স্কুটিতে ধাক্কা লাগার কারণেই ঝামেলা হয়। সেই সময়ে শুধু বচসা হলেও অভিযোগ, পরে জয়ন্ত সেন নামের ওই ক্যাব চালককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় ওই যুবকরা। তারপরই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতেই গুরুতর জখম হন তিনি।

সম্পাদকীয়

শিক্ষকদেরও আন্তরিক হয়ে দেখতে হবে শিক্ষাঙ্গণ যেন শিক্ষাগ্রহণের মন্দির হয়ে ওঠে

বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিয়ে যে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা অত্যন্ত লোভনীয় এবং বিপজ্জনক। এই অনাবশ্যক ব্যবস্থাকে বন্ধ করার জন্যে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। যেমন; শিক্ষাঙ্গন বিদ্যালাভের স্থান। সেখানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়া-সহ কোনও অভিযোগ জানানোর থাকলে তা উপাচার্য বা সমগোত্রীয় আধিকারিকের হাতে না দিয়ে নির্দিষ্টি কোনও বাক্সে রেখে আসা দরকার, যেটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাঙ্গনের বিশিষ্ট দু'জন মনোনীত শিক্ষাবিদ দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। এর ফলে 'ঘেরাও' নামক অসাংবিধানিক অব্যবস্থা থেকে শিক্ষকরা নিষ্কৃতি পাবেন। এছাড়াও, সেই কংগ্রেস আমল থেকে শুরু হওয়া এবং পরবর্তী কালে যুক্তফ্রন্ট ও তার পরে বামফ্রন্ট এবং বর্তমানে তৃণমূল সরকারের দলের নেতাদের প্ররোচনায় তুচ্ছ দাবি নিয়ে পড়াশোনা শিকেয় তুলে শিক্ষাঙ্গনকে দূষিত করার অভিসন্ধি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেই রাজনীতির পাঠ নেবে; এই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্র পড়াশোনার জায়গা। সেখানে রাজনীতি কেন আসবে? ভারতের বহু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির প্রবেশাধিকার নেই। সে ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়া মেটাতে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করেন না? তা হলে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন এ ভাবে রাজনৈতিক গুন্ডামির জায়গা করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হবে? শেষে বলি, শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে। তাঁরা অবশ্যই কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা তাঁদের শোভা পায় না।

শব্দবাণ-২৩৯

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.পরদা ৩. চওড়া,টানা টানা ৫. পান চাষকারী হিন্দু জাতিবিশেষ ৭. সমস্ত শরীর ৮. বরফ ১০. কথাবার্তা, অনেক কথা বলে অনুরোধ জানানো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গ্রহণীয়, গ্রাহ্য ২. সপ্ততন্ত্রী বীণা ৩. ইঙ্গিত, সংকেত ৪. লহরিসমূহ ৬. অন্য, অপর ৯. জলবায়ু।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৮

পাশাপাশি: ১. পৈশাচিক ৩. আক্কেল ৪. আমদ ৬. নিকর ৯. লিটার ১০. হকিকত।

উপর-নীচ: ১. পৈলব ২. করিম ৩. আত্মগ্লানি ৫. দরবার ৭. কলহ ৮. চলিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

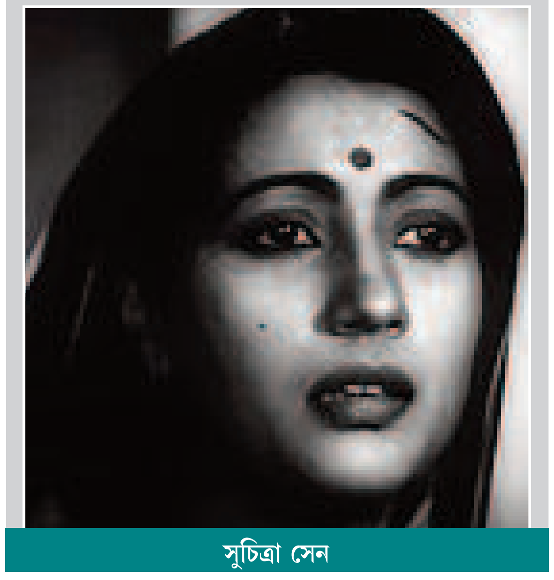

সুচিত্রা সেন

১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ ভেঙ্গসরকারের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ইন্দ্রানী দত্তের জন্মদিন।*

ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের পথ প্রদর্শক ভগবান শ্রী রামচন্দ্র

রূপম চক্রবর্ত্তী

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, কিছু বছর পূর্বেও ঘরের বয়োবৃদ্ধগণ বিকালের অবসরে ঘরের সবাইকে নিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করতেন। ঘরের সকলেই সেই পাঠ শুনতো। বর্তমানে হয় নাগরিক জীবনে আধুনিকতার নামে আমরা পূর্বের সেই স্নিগ্ধ ঐতিহ্যগুলো দিনেদিনে হারিয়ে ফেলছি। বাঙালির প্রত্যেকটি মন্দিরে সন্ধ্যায় যে নামকীর্তন করা হয় তাতেও রাম নাম। এই নামকীর্তনের মধ্যে বর্তমানকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হরে কৃষ্ণ....হরে রাম শ্লোকটি। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলা হয়েছে, রামায়ণ শ্রবণে আয়ু বৃদ্ধি হয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এবং পাপ নাশ হয়। তাই শ্রাদ্ধবাসরে সবাইকে রামায়ণ পাঠ করে শোনাতে হয়।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে, আগুন লাগলে শ্রীরামের নাম করে থাকি। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে এবং প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্জায়ও আমরা শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপ করে। কারণ শ্রীরামের শরণে যে থাকেন, তার জীবনে দৈবদুর্বিপাক ঘটে না।

পুত্র হিসেবে পিতার প্রতি এবং রাজা হিসেবে প্রজাদের প্রতি কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার চমৎকার দৃষ্টান্ত রাম-চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। রামের যেদিন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কথা, সেদিন পিতৃসত্য পালন এবং পিতার সম্মান রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাজত্ব ত্যাগ করে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যান। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বিশ্ব সংসারের সকল মানুষকে ন্যায়পরায়ণতার ও সত্যের পথ প্রদর্শন করতে মিথ্যার উপর সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করতে শিখিয়েছেন। ভগবান রাম রাজা দশরথ এবং রানী কৌশল্যার কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভগবান রামকে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার বলে মনে করা হয়। রাম সাহস, সত্য এবং ধার্মিকতার প্রতীক এবং একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হন। রাম নবমী সমস্ত হিন্দুদের জন্য বিশেষ কারণ এই দিনে ভগবান রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

রামের জন্মস্থান, অযোধ্যায় দূর-দূরান্ত থেকে আসেন ভক্তরা। সেখানে এই উৎসবের জমকালো উদযাপন দেখা যায়। রাম নবমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবের মধ্যে একটি। পুত্র সন্তান লাভের কামনায় রাজা দশরথ পুত্রকামেষ্ঠি যজ্ঞ করিয়েছিলেন। সেই যজ্ঞের পরই রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাম। সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে মিলে রাজা সুরথ বসন্তকালে ঋষি মেধসের আশ্রমে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। যা পরে বাসন্তী পুজো নামে প্রসিদ্ধ হয়। দেবী দুর্গার প্রথম পুজোরী হিসাবে চণ্ডীপুরানে রাজা সুরথের উল্লেখ রয়েছে। সনাতনী সম্প্রদায় মন্দিরে গিয়ে, প্রার্থনা করে, উপবাস করে, আধ্যাত্মিক বক্তৃতা শুনে এবং ভজন বা কীর্তন (ভক্তিমূলক গান) গেয়ে উৎসব উদযাপন করে। যেহেতু রামের জন্মদিন তাই কিছু ভক্ত রামের একটি মূর্তি একটি দোলনায় রেখে শিশুর মতো পূজা করেন। রাম নবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল অধর্মকে নিক্ষেপ করে ধর্মকে স্থাপন করা। মন্দ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির সূচনা করা।

বাবার সম্মান রক্ষার জন্য সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে দিয়ে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারবেন না বলে তাঁরাও রামের সঙ্গে বনবাসে যান। বনবাসের সময় লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। এরপর রাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হন। রাম সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। সেখানে তার রাজ্যাভিষেক হয়। পরে তিনি সম্রাট হন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখে, শান্তিতে বাস করত। প্রজারা ন্যায়বিচার পেতেন। যে জন্য রামের শাসনের অনুসরণে সুশাসিত রাজ্যকে ত্রামরাজ্যদ বলার প্রবণতা চালু হয়।

রামায়ণ' রচনা শেষ করে বাল্মীকি তাঁর কাব্য দেবতাদের পাঠ করে শোনাতে আগ্রহী হন। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবতা এবং গঙ্গা ও যমুনার মতো দেবী সেই কাব্য শুনে বিমোহিত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা অবিমিশ্র প্রশংসা করতে থাকেন বাল্মীকির কবিত্বশক্তির। একসময়ের বিখ্যাত দস্যু, ডাকাত বা খারাপ লোক রত্নাকর ধ্যান করে পরিণত হয়ে গেলেন মহাকবি বাল্মীকিতে। রচনা করলেন রামায়ণের মতো মহাকাব্য। খারাপ মানুষও শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর হয়ে উঠতে পারেন, যদি বিধাতা তার উপরে দয়া করেন। ঠিক এরই যেন যথার্থ উদাহরণ বাল্মীকি। কারণ তিনিও একসময়ে প্রতাপশালী ডাকাত ছিলেন, বনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, সুযোগ বুঝে মানুষের সব কিছু লুট করে সর্বস্বান্ত করে দিতেন। এমনকি তাদের হত্যা করে ফেলতেন, তাতে তার হৃদয় বা হাত একটুও কাঁপতো না। এই দস্যু রত্নাকর রত্নাকর রাম নামের প্রভাবেই ঋষি বাল্মিকী হতে পেরেছিলেন।

ভগবান রামের সাথে একটা ধনুক দেখা যায়।

১৪ বছরের বনবাসে লক্ষ্মণ ও সীতার পাশাপাশি রামের ধনুক হয়েছিল তাঁর সঙ্গী। রাম নবমী উপলক্ষে রামচন্দ্রের সেই ধনুক সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করব। বনবাসের সময় রামের হাতে সবসময় এক ধনুক দেখা গিয়েছে। শাস্ত্র মতে এই ধনুকের নাম কোদন্ড। এই শব্দের অর্থ বাঁশ দ্বারা নির্মিত। এই ধনুক ধারণ করায় রামের অপর নাম হয় কোদন্ড। এই ধনুক অভিমন্ত্রিত ছিল। পুরাণ অনুযায়ী এই ধনুক ছিল সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা এবং ওজন ছিল ১০০ কিলো। কোদন্ড ধনুকের তীর কখনও বিফল হত না। অর্থাৎ এই ধনুক ব্যবহার করে যে তীর ছাড়া হতো, তা লক্ষ্যভেদ করেই ফিরত। স্বাভাবিক ভাবেই এমন ধনুক সকলের মনে ভয় উৎপন্ন করত। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা যাত্রার উদ্দেশ্যে এই ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করে সমুদ্রের জল শুকিয়ে দিয়েছিলেন রাম। রাক্ষস বধেও এই ধনুক ব্যবহার করেছিলেন তিনি। রাবণ বধের জন্যও কোদন্ড ধনুক থেকেই ৩১টি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন রামচন্দ্র।

রাম', নাম এমন যেটা জীবনের সঙ্গেও থাকে আবার জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও থাকে। এই পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। যাঁর জন্ম আছে তাঁর মৃত্যুও অনিবার্য। ভগবানের নাম নিলে যেখানে জীবনে চলা সহজ হয়ে যায় ঠিক অন্যদিকে মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম যাত্রাতেও রামের নাম সঙ্গে চলে। কারোর মৃত্যু হলে রামের নাম নেওয়া হয়। এর অর্থ হল ওই জীব মুক্তি পেয়ে গিয়েছে। আত্মা সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। রাম নামের আরও একটি অর্থ হল যে আত্মা সবকিছু ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে চলে গিয়েছে। এটাই চূড়ান্ত সত্য। রাম নাম জপ করে কেউ মন্দ কাজ থেকে মুক্তি পায়। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে এই নাম জপ করলে মৃতের পরিবারের সদস্যরা মানসিক শান্তি পায়।

একবার দেবর্ষি নারদ ভাবলেন সবাই রাম নাম নেয়, কিন্তু এই নামের মাহাত্ম্য কি। আমাকে তা জানতে হবে। তাই তিনি একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবার কাছে গেলেন। সবাই বললেন হে দেবর্ষি- আপনি বরং যম রাজের কাছে যান, তিনিই তা বলতে পারবেন। তাই নারদমুনি যম রাজার কাছে গিয়ে বললেন, হে রাজন- আমি আজ একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছি.... কৃপা করে বলুন রাম নাম এর মাহাত্ম্য কি ?? তখন যমরাজ দেবর্ষি নারদকে নিয়ে গেলেন, যেখানে পাপীদের শাস্তি দেওয়া হয়, সে স্থানে। সেখানে গিয়ে সব পাপীদের কষ্ট দেখে নারদ ভয় পেয়ে রাম রাম বলে ধ্বনি দিতে লাগলেন আর এই ধ্বনি যখনই পাপীদের কানে প্রবেশ করছে, তখনই ধীরে ধীরে সবাই মুক্ত হয়ে স্বর্গ ধামে চলে যাচ্ছে। এই হলো রাম নাম এর মহিমা।

লেখক: সনাতন ধর্মীয় বক্তা, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

২০১৬'র প্যানেল বাতিল: সুপ্রিম কোর্টের ভয়ঙ্কর সুন্দর রায়

বরুণ মণ্ডল

স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ২০১৬ সালের ২৫,৭৫৩ জনের চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল বাতিলের সুপ্রিম রায়ে বাংলার মানুষ আজ দ্বিধা বিভক্ত। কারণ এক কথায় তা ভয়ংকর সুন্দর রায়। প্রশ্ন হল সুন্দর কিন্তু ভয়ংকর কেন? সেই আলোচনায় থাকবে আজকের এই নিবন্ধে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ মোটামুটি সারাদেশেই চাকরির জন্য একরকম হাহাকার চলছে। সেই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর যদি চাকরিচ্যুত হতে হয় তার অনুভূতি কি সেটা একমাত্র যার চাকরি চলে গেছে সে এবং তার অধীনস্থ পরিবারই বুঝবে। চাকরি চলে যাওয়ার পর যদি সমস্ত বেতন বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদসহ ফেরত দিতে হয় সে তো মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সুতরাং এই রায় চাকরি হারাদের কাছে ভয়ংকর বটে।

সমাজের কাছে, ভবিষ্যতের কাছে এই রায় অবশ্যই সুন্দর। কলকাতা হাইকোর্ট তথা বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ মোতাবেক ২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শব্বর রশিদির বেঞ্চের রায়কে বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার বিচার চলাকালীন বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এক রকম সমাজের আইকন হয়ে উঠেছিলেন। ইদানিং দেখা গেছে আদালতের রায় ও প্রভাবশালীদের প্রভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে। সেই পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছিলেন জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৬ সালের নিয়োগ বিচার চলাকালীন বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তার মধ্যেও সাধারণ মানুষ যারা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে পেয়েছিলেন তারা হতাশ হয়েছিলেন। মেধা যোগ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একদল ক্ষমতা লোভী ব্যক্তি চাকরি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মানুষ ভেবে নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আর লড়া হয়ে উঠবে না। তথাপি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শব্বর রশিদির বেঞ্চের রায় আশা জাগিয়ে ছিল। আর এখন সুপ্রিম কোর্টের প্যানেল বাতিলের রায় সুষ্ঠু বিচার প্রার্থীদের স্বপ্ন সত্যি হলো। আইনের জয় হলো। সাধুর জয় হল। সত্যের জয় হল। এটা অবশ্যই সুন্দর।

'পাপ বাপকে ছাড়ে না' গ্রাম্য প্রবচন আজ সত্যি হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজও বলছেন চাকরি হারাদের যদি কোন ক্ষতি হয় তার দায় সুপ্রিমকোর্টকে নিতে হবে। এবং তিনি চাকরি হারাদের পাশে আছেন। কেন এই দায় সুপ্রিমকোর্ট নেবে? অন্যায় ভাবে বেআইনিভাবে অন্যদেরকে ঠকিয়ে যারা চাকরি ছিনিয়ে নিয়েছেন আইনের বিচারের তাদেরকে শাস্তি দিলে সুপ্রিম কোর্টের দোষ কোথায়? কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন তিনি চাকরি প্রার্থীদের পাশে আছেন। সুপ্রিম কোর্ট বারবার তথ্য চেয়েছে, যোগ্য অযোগ্য চাকরিজীবীদের লিস্ট চেয়েছে; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তথা স্কুল সার্ভিস কমিশন সেই তথ্য দেয়নি। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি হারাদের পাশে থাকেন নি। তিনি পাশে থাকার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এখনো দিচ্ছেন। এটা সত্যি যে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেলের ব্যক্তিরা অযোগ্য নন, কিন্তু সরকারের অসহযোগিতায় সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হলো। অযোগ্যদের বাঁচাতে সরকার যোগ্যদের বলি দিয়ে দিল।

সুপ্রিম কোর্টের এই ভয়ংকর সুন্দর রায়টা ভীষণ প্রয়োজন ছিল। বিচার বিভাগের ওপর বিশ্বাস ফেরাতে এবং সমাজে শিক্ষিত বেকারদের প্রতি সুবিচার দিতে, রাজনীতির কারবারিদের দম্ভ নির্মূল করতে। আমরা পড়েছি ত অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।ত অর্থাৎ অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়ই সমানভাবে নিন্দনীয় । কেননা, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করার ফলে অন্যায়কারী প্রশ্রয় পেয়ে অধিকতর সক্রিয় হয়। ফলে অন্যায়ের সমাজে অন্যায়কারীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু উপযুক্ত সাজা না হলে কিংবা প্রশ্রয় পেলে এ সীমিত সংখকদের কাছেই পুরো সমাজ জিম্মি হয়ে পড়ে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছে যারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে অন্যায় পথ বেছে নেয়। তারা দুর্নীতি করে, অন্যকে ঠকায়, আইনকে অবজ্ঞা করে । এভাবে তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি আর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত না হলে এবং অন্যায়কারীর শাস্তি না হলে এ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে পড়ে। আমরা অন্যায় সহ্য করি বলেই অন্যায়কারীরা সুযোগ পায়। তাদের মনে অন্যায় সম্পর্কে অনুশোচনা বা ভীতি জাগে না; বরং শক্তির দম্ভে দাপট দেখাতে থাকে তারা। সমাজে এমন অবস্থা কখনো কাম্য নয়। অন্যায় দেখে নীরব থাকা উচিত নয়।

সুস্থ, বিবেকবান মানুষের উচিত বলিষ্ঠভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। তা না হলে আমাদের নীরবতার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ের শক্তি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে সে কথা বলাই বাহুল্য। মানুষ আজ ব্যক্তি স্বার্থে মগ্ন। শাসক আজ আপনার স্বার্থে দুষ্টের দমন করে না, লালন করে। এমতাবস্থায় বিচার বিভাগ যদি স্বার্থ মগ্ন হয়ে ওঠে। সাধারণ জনগণ কোথায় যাবে?

শিক্ষকেরা সমাজ গড়ার কারিগর। সেই কারিগরেরা যদি দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন,দুর্নীতির মি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করেন, তো তারা কিভাবে সমাজ গড়বেন? তাই এই অপ্রিয় আঘাত ভীষণ জরুরি ছিল। এবার পাল্টা আঘাত দরকার যারা শিক্ষিত সমাজকে দুর্নীতিতে ইন্ধন দিয়েছে তাদের উপর।

আনন্দকথা

''একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি — এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয়, হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি (Personal God) যে ব্যক্তি তাও বলবার জো নাই।

''জ্ঞানীরা ওইরূপ বলে — যেমন দেবান্তবাদীরা। ভক্তের কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে — জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু — এ-সব ঈশ্বর করেছেন. তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিশংতি তত্ত্ব — জীবজগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদা-মুর্শিদাবাদে রামনবমীর শোভাযাত্রায় জঙ্গি হানার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা এবং মুর্শিদাবাদে রামনবমীর শোভাযাত্রায় জঙ্গি হামলা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। রবিবার মালদা শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই আশঙ্কার কথা বললেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তিনি বলেন, মোথাবাড়িতে যেভাবে অশান্তি ছড়ানো হয়েছে। তেমন ভাবে স্লিপার সেলার এই নাশকতার ছক কষছে। আর এই জঙ্গিদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা পুলিশ প্রশাসনের নেই। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও তাঁর আশঙ্কার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

বিজেপি বিধায়ক আরও বলেন, মালদা ও মুর্শিদাবাদ এলাকাতে এই স্লিপার সেল কাজ করছে। তাই এই নাশকতা রুখতে প্রয়োজন আধা সামরিক বাহিনী। তাঁর দাবি, শান্তি বজায় রাখার জন্য রামনবমীর শোভাযাত্রাতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হোক। এদিন চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, চাকরি চুরির মাস্টারমাইন্ড মুখ্যমন্ত্রী। যোগ্য ও অযোগ্যদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি রাজ্য সরকার। তাই এই বিপর্যয়। চাকরিহারাদের আইনি পরামর্শের জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন। দ্রুত একটি অ্যাপ লঞ্চ করবেন তিনি। তার মাধ্যমে চাকরিহারারা তার কাছে আবেদন করতে পারেন আইনি সহায়তার জন্য। এমনকি চাকরিহারাদের সুদে আসলে টাকা সব দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

এদিকে বিজেপি বিধায়কের জঙ্গি হামলার বিষয় নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক জঙ্গি হামলার বিষয়টি কী করে জানলেন, সেটা বলতে পারব না। তবে ওঁর তো আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে জানানো উচিত ছিল। এতদিন সেটা করেননি কেন। মালদার মানুষকে এভাবে ভাওতাবাজি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। মানুষ অনেক স্ট্রং। এরকম বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের ফাঁদে পা দিবে না সাধারণ মানুষ।

পুলিশ নিয়ে পুলিশকর্মী স্বামীর পরকীয়া ফাঁস স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুলিশকর্মী স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে মারধর এমনকি পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে পুলিশকর্মী স্বামীর বিরুদ্ধে। অবশেষে ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে কুকীর্তির পর্দাফাঁস করলেন খোদ স্ত্রী। অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটক পুলিশকর্মী স্বামীকে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার নিমাসরাই এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সাত মাস আগে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকার বাসিন্দা ওই পুলিশকর্মী বিক্রম রজকের সাথে বিয়ে হয়েছিল করমনি এলাকার বাসিন্দা নিকিতা রজকের। বিয়ের পরই পুলিশকর্মী স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পারেন তার স্ত্রী। আর এই নিয়েই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকতো। স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় মিলত মার। এমনকি তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। অবশেষে এদিন নিমাইসরা এলাকায় পুলিশকে সাথে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের পর্দা ফাঁস করেন স্ত্রী। আর এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকা জুড়ে হইচই পড়ে যায়।

গৃহবধূ নিকিতা রজকের অভিযোগ, 'বিয়ের একমাসের পর থেকেই স্বামীর এই পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পারি। বর্তমানে আমার স্বামী রায়গঞ্জ থানায় একজন পুলিশকর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এর আগেও স্বামীর পরকীয়া নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন আমাকে মারধর করে পুড়িয়ে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়। তবুও এই পরকীয়া সম্পর্ক আটকাতে পারে নি। এরপরে জানতে পারি আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নিমাসরাই এলাকায় নুপুর মণ্ডল নামে এক মহিলার সঙ্গে স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এদিন স্বামী যখন ওদের বাড়িতে ছিল, সেই সময় ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ওই বাড়িতে যায়। এরপর হাতে নাতে স্বামীকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওই মহিলার সঙ্গে ধরে ফেলি। তখন আমার সঙ্গে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশও ছিল। এরপর আমার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী আর ওই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।'

এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন কোতয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাসরাই এলাকার তৃণমূল দলের সদস্য ধরমবীর পাশোয়ান। তিনি বলেন, 'ওই পুলিশকর্মীর যে মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল সেই বাড়িতে প্রতিনিয়ত মধুচক্রের আসর বসে। আমরা চাই এই সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হোক আমাদের এলাকায়।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দুর্গাপুর অরবিন্দ আশ্রমে ২৪তম বর্ষ উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শ্রী অরবিন্দ সোসাইটির দুর্গাপুর শাখার শ্রী অরবিন্দের দিব্যাংশ সংস্থাপনার ২৪তম বর্ষ উদযাপিত হল দুর্গাপুর অরবিন্দ আশ্রমে। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নানা রকম কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল আশ্রমের পক্ষ থেকে।২০০১ সালের চৌঠা এপ্রিল পন্ডিচেরি থেকে ঋষি অরবিন্দের দিব্যাংশ প্রতিস্থাপিত করা হয় একটি সমাধি নির্মাণের মাধ্যমে দুর্গাপুর শাখায়। সেই থেকে আজও দিনটি আশ্রমের পক্ষ থেকে উদযাপিত করা হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এদিন সকাল থেকেই সোসাইটির সদস্যরা দিব্যাংশ পূর্ণ সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিন নানা সংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিউ ডাইমেনশন নামে একটি ম্যাগাজিনের উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান বিনয় কুমার বাজারি। এদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমানের অরবিন্দ শাখার প্রতিনিধি গন উপস্থিত ছিলেন। শ্রী অরবিন্দের সমাজ ভাবনা দেশ প্রেম ও আধ্যাত্মিক জীবনের নানা বিষয় তুলে ধরেন উত্তরপাড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা রিমা ঘোষ। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটির দুর্গাপুর শাখার যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ রায় জানান, বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দর মানব প্রেম ও দিব্য চেতনা নিয়ে গবেষণা চলছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমাদের শাখার প্রিপেটরি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, যোগ বিভাগের সকলেই আজকের এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করি প্রতিবছর।

চাকরি বাতিলে রাজ্যকে নিশানা দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: প্রায় ২৬ হাজার যুবক-যুবতীর চাকরি হারানো সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

শনিবার সকালে খড়গপুর শহরে একটি চা চক্রে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন চাকরিহারাদের পাশে রয়েছি। উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, '২৬০০০ ছেলেমেয়ে রাস্তায় বসে গেল। এখনও সময় আছে যোগ্য অযোগ্য আলাদা করুন। মুখ্যমন্ত্রীর নাকের ডগায় নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। এখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সবকিছু এড়িয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত দায় মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে।'

চাকরি বাতিল হওয়ার পর কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদায় ইচ্ছে করেই দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে। জেলায় জেলায় এসব করা হচ্ছে যাতে হিন্দুরা শোভাযাত্রা না করতে পারে। কোচবিহারে তো গণ্ডগোল লেগেই আছে। পুলিশ চুপ করে বসে আছে। সিরিয়ার মতো অবস্থা করা হয়েছে। মারামারি চলছে দোকানঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জেলায় জেলায় স্কুল শিক্ষকরা চাকরি হারানোয় প্রধান শিক্ষককে ঘন্টা বাজাতে হচ্ছে, এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ১৫ বছর চাকরি ঝুলিয়ে রেখেছে। নিয়োগ নেই। কখনো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ষাট হাজার চাকরি আছে কখনও বলছেন এক লাখ চাকরি আছে। ডবল ডবল চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু কোথায় সেসব। শুধু বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছেন। দুর্নীতি করে শিক্ষকদের এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়েছেন এই মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকেই সব দায় নিতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ না করলে পশ্চিমবাংলা থেকে স্কুল শিক্ষা উঠে যাবে।

রাজারহাটে তাপস বনাম সব্যসাচী গোষ্ঠীর লড়াই প্রসঙ্গে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ভোট এগিয়ে আসছে তাই মারামারি শুরু হয়ে গেছে। কে টিকিট পাবে তার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। সারা পশ্চিমবাংলায় এটা শুরু হয়েছে। কারণ টিকিট মানেই নেতা, নেতা মানেই এমএলএ, আরএমএলএ মানে টাকা। তৃণমূল এই ফর্মুলা তৈরি করায় এত মারামারি। ভোট যত এগিয়ে আসবে তৃণমূলের মধ্যে এই মারামারি আরও বাড়বে।

জগদ্দলে মারামারি কাণ্ডে অর্জুন সিংয়ের লাইসেন্স বন্দুক জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, অর্জুন সিংকে টার্গেট করা হয়েছে। সেজন্য তাঁর বন্দুক কেড়ে নেওয়া হবে যাতে বাড়ি থেকে বেরতে না পারে। এভাবে তাঁকে মারার চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে অর্জুন সিংয়ের প্রাণ সংকট দেখা দিয়েছে। তবে কিছু হয়ে গেলে দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দলের লজ্জা বলে ফিরহাদ হাকিম যে মন্তব্য করেছেন সেই প্রসঙ্গে বলেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে ফিরহাদ হাকিম এখন লজ্জা পাচ্ছেন, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে লজ্জা পাচ্ছেন না কেন? আর এসব কিছুর মাথায় তো রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাঁকে তেল মেরে করে খাচ্ছেন তার জন্য লজ্জা নেই। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি হয়ে গেল স্বাস্থ্য বিভাগও বিক্রি হয়ে গেছে এজন্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত সবাই দায়ী। সবাই লাভ খেয়েছেন, তারপরেও লজ্জার কথা বলছেন।

শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন দশ মাস পর ক্ষমতায় এলে চাকরিহারাদের ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে দিদিমণি বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসে তার একটা দায়িত্ব থাকে। ত্রিপুরায় সিপিএম দুর্নীতি করেছিল। যাদের চাকরি গিয়েছিল তাদের বিকল্প চাকরি দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্য প্রায় ২৬ হাজার যুবক যুবতীর চাকরি চলে গিয়েছে, এর দায় কে নেবে? এভাবে টাকা নিয়ে চাকরি না দিলে এত বড় সমস্যা হত না। তৃণমূলের নেতারা এসব করেছে তাই এজন্য তারাই দায়ী।

দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যেমন জেলায় জেলায় আন্দোলন হয়েছে সেভাবেই আন্দোলন চলবে। আরজি করের পর শিক্ষকদের চাকরি হারানোর ঘটনায় পশ্চিমবাংলার মুখ পুড়েছে। এই নিন্দনীয় ঘটনার দায় মেনে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদিনও আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁর মান সম্মান নীতি-নৈতিকতা বলে কিছু নেই। আরজি করের মতো এবারের এই চাকরি হারানোর ঘটনা কেউ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে তৃণমূল সরকার, কিন্তু এসব চাপা দেওয়া যাবে না।

দিলীপ ঘোষ শেষে বলেন, ভারতবর্ষে রামের ইচ্ছাতেই সবকিছু হবে, রামের ইচ্ছাতেই এক বছর বাদে সরকার উলটে যাবে, আর রামের ইচ্ছাতেই কোর্টের এই রায় হয়েছে।

রামকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগ শ্যামপুরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি হাওড়ার শ্যামপুরের বার গ্রাম থেকে বনমালী নগর পর্যন্ত মিছিলে অংশ নিতে যাওয়ার জন্য বানেশ্বরপুরের বাড়ি থেকে বারগ্রাম যাওয়ার পথে শীতলপুর এলাকায় রামের প্রতিমা আনার সময় একদল যুবকের মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। আর জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুচকি হেসে এবং হাত নেড়ে বেরিয়ে যান। যদিও সেই সময় বিধায়ক কালীপদবাবুর ছায়া সঙ্গী বাইকের ব্রেক কষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে কালীপদবাবু তাঁকে সামলে নিয়ে মিছিলে চলে যান।

মিছিলের শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কালীপদবাবু এই প্রসঙ্গই তুলে আনেন পাশাপাশি তিনি বলেন, 'আমি নিজেও বেশ কয়েকটি রাম পূজায় যাব। রাম শুধু কয়েকজন সাম্প্রদায়িক মানুষের নয়, রাম সকলের।' রামকে ঘিরে অহেতুক সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। উল্লেখ্য, রবিবার শ্যামপুরে একটি মিছিলে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এদিন শ্যামপুরে শুভেন্দু অধিকারীর আসার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'উনি হাজারবার শ্যামপুরে আসুন। কিন্তু কোনওরকম ধর্মীয় উস্কানি দেবেন না। ওঁর মিছিলে যে রুচি তৈরি করা হয়েছে সেই রুটে ধর্মীয় উস্কানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' আর এক্ষেত্রে তিনি পুলিশ ও তৃণমূল কর্মীদের সজাগ থাকার পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত, বারগ্রাম এলাকার এই মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন্দেবাসী জানা, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি মোল্লা, তৃণমূল নেতা দীপক দাস, মন্দিরা মণ্ডল প্রমুখ।

SBI | **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২২.০৪.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২২.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **২,০৩,৫৭,৩২১.০০ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একুশ টাকা)** ০৭.০২.২০২৩ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ দাবি নোটিশ **১২.০৬.২০১৩** অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী অঞ্জনা দাস জামিনদাতা শ্রী ভিক্টর দাস**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ - ১৮,৬৪,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৬,৪০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **২০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট, যমুনত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং এফ-৩, পার্কিং স্পেস সহ হোল্ডিং নং ৮৩৫(উ), হাউস নং ০২১১১৮৩, প্লট নং ৫৫৫, ৫৫৬ এবং ৭৪৩, আনন্দ বিহার হাউসিং কমপ্লেক্স মধ্যে, আরাডাঙ্গা, মুর্গাসোল, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩, পরিমাণ মোট এরিয়া ৮৭৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৮৩২১ তারিখ ৩০.০৯.২০০৮।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অঞ্জনা দাস এবং শ্রী ভিক্টর দাস।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৩,০৮,৪৬,৭৭৬.৮৯ টাকা ২২.১০.২০১৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স শ্রী মা মিনি রাইস মিল, অংশীদার এবং জামিনদাতা ১) শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষ, ২) শ্রী মুরারি মোহন ঘোষ, ৩) শ্রী নন্দ কিশোর ঘোষ, ৪) শ্রী নিমাই চরণ ঘোষ ৫) শ্রী সঞ্জয় কুমার ঘোষ ৬) শ্রী আনন্দ কিশোর ঘোষ এবং জামিনদাতা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া ঘোষ**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৫৩,৯৯,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৫,৪০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১,০০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জমি এবং ভবন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং রাইস মিল ফ্যাক্টরি শেড অবস্থিত মৌজা : বাহারপুর, পো : বেলকাশ, প্লট নং ১৮০৭, ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২ এবং ২১৫১,খতিয়ান নং ৮০৬, ৩৩৫, ৪৪২, ৮৪১, ২৫৯, জেএল নং ২২, **মোট জমি ৮১ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৮৭, ১-১১২ এবং ১-৮১০৪।**
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি -শ্রীমতি হরিপ্রিয়া ঘোষ, স্বামী শ্রী গোকুল চন্দ্র ঘোষ এর, মৌজা : বাহারপুর, পো বেলকাশ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮১২, খতিান নং এলআর ৫৭৮, জেএল নং ২২। দলিল নং ১-১০৪-১৯৬১ সালের। মোট জমি ১৫ শতক।
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত শ্রী ধনঞ্জয় ঘোষের নামে খালি জমি, মৌজা : বাহারপুর, পো : বেলকাশ, জেএল নং ২২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮১৩, খতিয়ান নং এলআর ৮৪১, **দলিল নং ১-৪৩৭৪-২০১০ সালের। মোট জমি ৩০ শতক।**
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **২২,১৩,৯৪৫.৮৪ টাকা (বাইশ লাখ তেরো হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা)** ০৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতি সাবানা পারভিন (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি রিজিয়া বিবি (জামিনদাতা)** কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৯,৪৫,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা : ৯৪,৫০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
জমির প্লট এবং তৎসহ বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত চাপাতাড়া, পো : সেন্ড্রা, থানা : বাঁকুড়া, মৌজা : চাপাতাড়া, জেএল নং ২৫৬, এলআর প্লট নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৮ এবং ৬০২, বিকনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৫, মোট জমি ২৬ ডেসিমেল, দলিল নং ১-৩৩৫৯-২০২০ সালের, সাবানা পারভিন এবং রিজিয়া বিবির নামে। (মূল স্বত্ব দলিল নং ১-৩৩৫৯-২০২০ সালের বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্ত অনুযায়ী ক্রেতাকে হস্তান্তর করা হবে না)
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৪ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **৪৫,৪৮,৬১৭.০০ টাকা (০৮.০৬.২০২৩ অনুযায়ী)** বকেয়া জামিন অধীনে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অন্নপূর্ণা ভান্ডার, ১) স্বত্বা : শ্রী দেবানন্দ সিংহ, পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিংহ, ২) শ্রী বিবেকানন্দ সিংহ পিতা দেবেন্দ্র সিংহ, ৩) শ্রী দেবানন্দ সিংহ (সহ আবেদনকারী তথা বন্ধকদাতা), ৪) শ্রীমতি বন্দনা সিংহ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** স্বামী দেবানন্দ সিংহ এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
২২,৬৮,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা **২,২৬,৮০০.০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : **২০,০০০.০০ টাকা।**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ ১/২, ডেসিমেল, (দলিল নং ১-৬৪১৩/১৯৯৯, এরিয়া ১ ডেসিমেল এবং দলিল নং ১-৮৪০৩/২০০৯, এরিয়া ০.৫০ ডেসিমেল, মোট এরিয়া : ১ ১/২ ডেসিমেল) মৌজা : সাঁইথিয়া, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ৯৩৯, এলআর প্লট নং ২৩০৭ (একই), খতিয়ান নং ১৫৪(একই), এলআর খতিয়ান নং ১৯৩৯(একই) , হোল্ডিং নং ৫৯, সাঁইথিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি শ্রী দেবানন্দ সিংহ, পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিংহ এর নামে , মহল্লা -ছত্রী পাড়া, থানা এবং পো : সাঁইথিয়া, পিন : ৭৩১২৩৪, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক্রম নং ০৫ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**

৮৬,৮২,০০০.০০ টাকা (১৬.০৩.২০২০ অনুযায়ী) পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এবং অংশীদার/জামিনদারগণ যথা- ১. শ্রী কালীকৃষ্ণ দে, ২. প্রয়াত লীলা দে এর আইনি উত্তরাধিকারী দেবরাজ দে, ৩. প্রয়াত লীলা দে এর আইনি উত্তরাধিকারী বর্ণালী দে-এর বকেয়া আছে।**
সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি নং ১) ১৩০.৯৬ লক্ষ টাকা, ২) ২৮.৬৯ লক্ষ টাকা** এবং বায়না জমা ১) যথাক্রমে **১৩,০৯,৬০০.০০ টাকা, ২) ২,৮৬,৯০০.০০ টাকা**। দর বৃদ্ধির পরিমাণ- **৫০,০০০.০০** টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১) গ্রাম- চকনেত্র, পোস্ট- মাইগ্রাছত্র, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৬০২ তে মেসার্স রামগতি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর কারখানার জমি, শেড এবং বিল্ডিং
(ক) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১০৩ দলিল নং ৪২৩৯/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৫৫ একর।
(খ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১২৭/১, দলিল নং ৪২৪০/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১০ একর।
(গ) প্লট নং ২২৪, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৭৪, এম.এস. খতিয়ান নং ১১৬,১১৮, দলিল নং ৪২৪১/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৫ একর।
(ঘ) প্লট নং ২২১, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ৪৮, এম.এস. খতিয়ান নং ১৪৩, দলিল নং ৪২৪২/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.৭২ একর।
(ঙ) প্লট নং ২২৩, জেএল নং ৬৮, আরএস নং ১২, এম.এস. খতিয়ান নং ০২, দলিল নং ৪৩০৬/১৯৯৪ জমির এলাকা ০.১৪ একর।
মোট জমি-১.৬৬ একর।
২) কারখানা প্রেমিসেসে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৬ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **৩১,২১,০৪৭.২৮ টাকা ০২.০৪.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স দামোদর কৃষি বিপনি, স্বত্বা - মনোজ কুমার দারি,** পিতা কানাইলাল দারি, **সুশীল কুমার দারি (জামিনদাতা)** কাছ থেকে আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৮.৯৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৫০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **৫০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তির মালিকের নাম : ১) মনোজ কুমার দারি এবং ২) সুশীল কুমার দারি। দলিল নং ১-৫৪০৩/১৯৮৩। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.০৪ একর, জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৯৩৬ এবং ৯৩৭, আরএস প্লট নং ২৬৪৪/২৯৪১, এলআর প্লট নং ৭০৬, মৌজা : কুতরুকি, পো : উষাগ্রাম, থানা : গলসি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান,৭১৩৪০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৃত্যুঞ্জয় রায়ের খালি জমি, দক্ষিণে : স্বপন রুইদাসের খালি জমি, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : বলাই রুইদাসের ভবন।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৭ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **৯,৭৬,২৫,০৯৫.৪৬ টাকা (১১.০৬.২০১৫ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি. এবং অংশীদার/জামিনতাগণ : ১) শ্রী শ্রীকান্ত কেশ ২) শ্রীমতী আনন্দময়ী কেশ ৩) শ্রী সুরজিৎ যশ ৪) শ্রী রবীন্দ্রনাথ যশ ৫) শ্রী অভিজিৎ যশ**- কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৩.৩০ কোটি টাকা এবং বায়না জমা ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **১,০০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ :
ক) অজিত কুমার অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি., গ্রাম : মূলগ্রাম, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩৪২৬, মৌজা : মূলগ্রাম এবং সিজনা, জেএল নং ২৫, ২৬, খতিয়ান নং ২৫২২, ২১৫৫, **এরিয়া ২.৬৫ একর, স্বত্ব দলিল নং ৩৫৫, ৩৫৭, ৪৫২ -২০০৯ সালের, অজিত কুমার অ্যাগ্রো ফুড প্রোডাক্টস প্রা লি. এর নামে ফ্যাক্টরি জমি, শেড এবং ভবন সমুদয়।**
খ) জমি মৌজা সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, খতিয়ান নং ৭২৮, **এরিয়া ০.৬৪ একর, দলিল নং ২৫৪/২০১০ , শ্রীকান্ত কেশ এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।**
গ) জমি মৌজা সিজনা, জেএল নং ২৬, প্লট নং ৭৮৪, ৭৮৪/৯৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৭, ৭২৮, **এরিয়া ০.৭৬ একর, দলিল নং ১২৬৩, ১২৬৪ এবং ১২৬৬ -২০১২ সালের শ্রীকান্ত কেশ এর নামে।**
মোট জমির এরিয়া ৪.০৫ একর।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৮ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২১,৭১,৯৪১.০০ টাকা (২৮.০৯.২০২২ অনুযায়ী)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতী করবী চৌধুরী** স্বামী শুভঙ্কর চৌধুরী কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৮.৯৩ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৩০০.০০ টাকা
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **২০,০০০.০০ টাকা**
জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত একতলায় কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনের ফ্ল্যাট নং জিএফ-৪, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬৭ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং, এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট (সংলগ্ন), এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় গ্যারেজ নং ১ পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত কোন্নগর পুরসভার অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ২১/এ, রাম মোহন প্লেস, পো : কোন্নগর, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, **দলিল নং ০৩৭৩/২০১৭, করবী চৌধুরীর নামে।**
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৯ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা (আঠার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ ছিয়াত্তর টাকা)** ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং শ্রীমতি অনন্যা চক্রবর্তী**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৪.৯৮ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৪৯,৮০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি/৫, চতুর্থ তলে উত্তর পশ্চিম দিকে সোনারতরী নামক ভবনে এবং ঢাকা এরিয়া ৭৯২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আর এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমানুপাতিক হারে ভাগ অংশ এবং স্বার্থ চাতালের এবং সমুদয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : উত্তরপাড়া, অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস শ্রীরামপুর, মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী উজ্জ্বল বসু এবং অনন্যা চক্রবর্তী** উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০৩৭৫০-২০১৮ সালের।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ১০ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **৪,৭০,১৭,০২৮.০০ টাকা ৩০.০৪.২০১৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স কালী মাতা রাইস মিল, অংশীদার (গণ)/জামিনদাতা (গণ) ঃ শ্রী শ্রীকান্ত কেস এবং শ্রীমতি আনন্দময়ী কেস**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৩৮.৭৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩,৮৭,৫০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **৫০,০০০.০০ টাকা**
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন এবং অন্যান্য সিভিল নির্মাণ মৌজা - মন্ডলগ্রাম, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, জেএল নং ০৭ অধীন, খতিয়ান নং আরএস ৫০৭৭, প্লট নং আরএস ৩১৩ পরিমাণ ৮২ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ৩৫০৩-২০০৭ সালের শ্রী শ্রীকান্ত কেস, নামে রেজিস্ট্রিকৃত বুক I, সিডি ভল্যুম নং ১১, পাতা ৩৯৮৮-৪০১০ পর্যন্ত।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ১১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**

সংশ্লিষ্ট **২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা** ০৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **শ্রীমতী প্রিয়াংকা দে**-কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
১৫.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পঞ্চমতলে, রিদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, হোল্ডিং নং ৪১/সি, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পুরসভা, এবং থানা শ্রীরামপুর পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট এবং দক্ষিণ দিকের চলার পথ ব্যবহারের অধিকার সহ। সম্পত্তি শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা দে, এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩-২০১৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

চাকরি বাতিলের জের

ঘণ্টা বাজানো, চাবি খোলা, অফিসের সমস্ত দায়িত্বে স্কুলের সহকারী শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মহামান্য আদালতের রায়ে ইতিমধ্যেই চাকরি হারিয়েছেন রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। এদের মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের ছোট গোবিন্দপুর (ঞ্জ পাঁজা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এক গ্রুপ ডি কর্মী। স্বাভাবিকভাবেই প্রধান শিক্ষকের চাকরি যাওয়াতে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে স্কুল। পাশাপাশি গ্রুপ ডি কর্মীর কাজও করার কেউ নেই।

অন্যদিকে বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চলছে পরীক্ষা। এই বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন ১০ জন এখন রইল ৯ জন। একজন ছিলেন গ্রুপ ডি কর্মী। বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩১৫ জন ছাত্রছাত্রী। সহকারি শিক্ষকরা জানাচ্ছেন যেহেতু বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন ওই প্রধান শিক্ষক। তিনি মাঝেমধ্যেই ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। এখন প্রধান শিক্ষক না থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে স্কুল। সহকারী শিক্ষকরা আরও জানাচ্ছেন এক প্রকার বিদ্যালয় অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা জানাচ্ছেন, ঘরের গার্জেন না থাকলে যেমন ছেলেরা অনাথ হয়ে যায় একইভাবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক না থাকলে শিক্ষকমন্ডলী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অসহায় হয়ে পড়ে। প্রধান শিক্ষক না থাকলে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে দুরবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। একেতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই তারপর প্রধান শিক্ষক চলে গেলে সমস্যা। পাশাপাশি গ্রুপ ডি কর্মী যেহেতু চলে গেছে এখন অন্যান্য শিক্ষকরা ঘন্টা পিটাবেন নাকি লেখাপড়া করাবেন। যে কারণেই দুশ্চিন্তায় রয়েছে অভিভাবকরা।

চাকরি বাতিল শিক্ষকদের দুর্দশায় পাশে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার চুচড়া ঘড়ি মোড়ে, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর ও আরামবাগের জনবহুল একাকার মোড়ে মোড়ে পথে পথে বাউল গানে নামলেন সুদূর পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশীর্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি গানে গানে বলছেন, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতির জন্যই আজ বাংলার বেকারদের এই করুন অবস্থা। যোগ্য ও অযোগ্য চাকরি প্রার্থীর প্রমাণ লোপাট করার ফলে যোগ্য চাকরি প্রার্থীরাও চাকরি থেকে বাতিল হয়ে বলির পাঁঠা হয়ে গেল।

নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের স্বপন দত্ত বাউল বলছেন, রাজ্য সরকার যোগ্য ও অযোগ্য চাকরি প্রার্থীর সব প্রমাণ লোপাট করে যখন যোগ্য অযোগ্য বাছাই করে

তালিকা তৈরি করতে পারেনি তখন সকলকেই রাজ্য সরকারের উচিত বিভিন্ন বিভাগে চাকরির ব্যবস্থা করা। গানে গানে বলছেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির খেসারদ প্রায় ২৬০০০ শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়া চাকরি রাজ্য সরকারকেই তার বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে ব্যবস্থা করে ২৫৭২৫ জনের ঘর সংসারকে রক্ষা করতে হবে।

স্বপন বাউল গানে গানে আরও বলেন, 'কে যোগ্য সৎ কে অযোগ্য অসৎ কে লাখ লাখ টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে এসব বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে রাজ্যের কর্মরত শিক্ষকরা রুটি রুজি রোজগার হারিয়েছে বিশৃঙ্খলা অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে তাই রাজ্য সরকারকে সচেতন করছি রাজ্যের মানুষের রুটিরুজি রোজগার ফিরিয়ে দিন। 'এই সচেতনের পাশাপাশি শান্তি সম্প্রীতিময় রামনবমী পালন করতে গানে গানে সচেতন করে বলেন রামনবমী উৎসবে কেউ শান্তিভঙ্গ করবেন না।

পথচলতি মানুষ নরহরি পাল বলেন, এই বাউল তো কোনও রাজনীতির লোক নন একজন সাধারণ ভারতীয় পশ্চিম বাংলার নাগরিক। পায়েল দাস বলেন, এই স্বপন দত্ত বাউল সবসময় সবার পাশে সকল সমস্যার পাশে দাঁড়িয়ে সমাধান করার পথ বলে দেন সমাজ সচেতন করেন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ করেন বাউল গানে। এমন নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল আজকের দিনে সত্যিই দুর্লভ।

৭০ বছরে পদার্পণ বাসন্তী পূজার, উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের ঘুঁটিয়া গ্রামে এবছর ঘুঁটিয়া মা বাসন্তী পূজা ৭০ বছরে পা দিল। এই ঐতিহ্যবাহী পূজাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। শুধু একটি দিন নয়, টানা সাতদিন ধরে চলবে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মনোরঞ্জনের নানা রকম আয়োজন। পূজার এই বিশেষ বছরে আয়োজকরা রেখেছেন চমক। সুদূর মুম্বাই ও কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়, যা দর্শকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ঘুঁটিয়া এলাকা সেজে উঠেছে চন্দননগরের আলোকে , রঙিন আলোকসজ্জায় রাতের অন্ধকারে যেন জ্বলজ্বল করছে গোটা মেলা প্রাঙ্গণ। এই বাসন্তী পূজা শুধু ঘুঁটিয়া কিংবা জামবনি ব্লকেই সীমাবদ্ধ নয় , প্রতিবছর ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সহ আশেপাশের রাজ্য থেকেও প্রচুর দর্শনার্থী আসেন। বিশেষত চুটিয়া, চিঁচড়া, বালিডিহা, সাবলমারা, ভাতুর, পরশুলি, ফুলবেড়িয়া, বামনডিহা, গোদরাশোল, টুলিবর, চন্দ্রি, আউসপাল প্রভৃতি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান এই পূজা ও মেলা দেখতে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবছরের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পূজা এবং মেলার পরিসর আরও বড় করা হয়েছে। নিরাপত্তা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তরফ থেকেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গে থাকছে হস্তশিল্পের স্টল,খাবারের দোকান এবং নানা ধরনের মেলার বিনোদন। ঘুঁটিয়া মা বাসন্তী পূজা এখন শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এক বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে , যেখানে নানা প্রান্তের মানুষ একত্রিত হন, উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে নয়া পালক

মল্ল রাজাদের প্রিয় খাবার মতিচুরের জিয়াই স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কথায় আছে 'গান-বাজনা মতিচুরি' এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর। এবার এই বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে নয়া পালক যুক্ত হল। মল্ল রাজাদের একসময়ের জনপ্রিয় খাবার মতিচুর স্বীকৃতি পেল জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন ট্যাগের।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছরের অধিক পূর্বে ইতিহাস। সেই সময় মল্ল রাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। প্রায়শই মল্ল রাজদরবারে গানের আসর বসতো বিনোদনের জন্য। তৎকালীন সময়ে বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন শিল্পীরা নিজেদের হাতে তৈরি করতেন পিয়াল ফলের বীজ দিয়ে মতিচুর লাড্ডু। তখন রাজাদের সেই গানের আসরে আসতো থালা ভর্তি সেই লাড্ডু। সেই লাড্ডু খেয়ে বাহবা দিতেন সকলেই। বংশ পরম্পরায় বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন শিল্পীরা সেই লাড্ডু তৈরি করে আসছে। মল্ল রাজাদের রাজত্বকাল চলে গেলে ধীরে ধীরে এই লাড্ডু ও বিলুপ্ত হতে থাকে। তবে বিগত ৫-১০ বছর ধরে পুনরায় বিষ্ণুপুরের মিষ্টি শিল্পীরা, এই লাড্ডুর ওপর জোর দিয়েছেন। জিআই স্বীকৃতির জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে। অবশেষে তাদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিল ভারত সরকার। তৈরি করা হয়েছে সুন্দর একটি লোগো।

এই লাড্ডু তৈরি উপকরণ হিসাবে পিয়ালফলের ব্যাসন, দেশি ঘি, চিনি ও মগজ বীজ ব্যবহার করা হয়। আগে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা পিয়াল ফল তুলে তা ঢেঁকিতে গুঁড়িয়ে ব্যসন তৈরি করতেন। সেই ব্যসন ব্যবহার হত। বর্তমানে পিয়াল ফল এলাকায় পাওয়া যায় না। ঝাড়খণ্ডের কিছু কিছু জায়গায় তা পাওয়া যায়। পিয়াল ফলের ব্যসন প্রথমে জল দিয়ে মেখে পেস্ট তৈরি করা হয়। তারপর মিহিদানার চেয়ে বড় তবে বোঁদের চেয়ে ছোট চানা তৈরি করা হয়। তা ঘিয়ে ভাজা হয়। তারপর চিনির রস তৈরি করে তাতে ডোবানো হয় এবং তা ছেঁকে শুকনো পাত্রে রাখা হয়। তার সঙ্গে মগজ বীজ মেশানো হয়। এভাবেই মতিচুর তৈরি হয়। তা গোল করে পাকিয়ে লাড্ডু বানানো হয়।

জিআই স্বীকৃতির খবর পাওয়ার পর খুশির হাওয়া বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী মহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই সকলেই মনে করছেন বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে নতুন পালক যুক্ত হল। এই ইতিহাস আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। জিআই স্বীকৃতি পাওয়া এই মতিচুর দেশ-বিদেশে আরও বিক্রিবাটা বাড়বে, মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

ঔষধদের দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদে জামালপুরে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: 'আমরা ভারতীয় আমরা না হিন্দু না মুসলমান। আমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছি মানুষের মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম মানুষের জাত।' এই স্লোগান শনিবার ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামে তৃণমূল কর্মীরা।

এদিন আইএনটিইউসির ব্লক সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডল প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে হিন্দু বানেগা না মুসলমান বানেগা। ইনসান কি আওলাদ ইনসান বানেগা এমন বক্তব্যে শরম গরম হয়ে ওঠে প্রতিবাদ মিছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার থেকেই রাজ্যজুড়ে জীবনদায়ী ওষুধ ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নামে তৃণমূল কর্মীরা। জামালপুরেও শুক্রবার ৬ টি অঞ্চলকে নিয়ে করা হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল। আজ বাকি ৭ টি অঞ্চল নিয়ে জামালপুর পুলমাথা থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয় শনিবার।

মিছিলে প্রায় ৭০০০ কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পা মেলান বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সমস্ত অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, উপ-প্রধান সহ অন্যান্যরা।

বিধায়ক বলেন, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষকে প্রচুর সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। একদিকে যেমন জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়িয়ে মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওপর দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। দলনেত্রীর নির্দেশে তাই এই প্রতিবাদ মিছিল করা হচ্ছে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, তাঁদের প্রিয় নেত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানো এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুদিন ধরে চলছে তাঁদের প্রতিবাদ মিছিল। কেন্দ্রের জনবিরোধী বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদ তাঁরা করবেন যেমন যেমন দলনেত্রী নির্দেশ দেবেন তাঁরা তেমন ভাবেই কাজ করে যাবেন।

সম্প্রীতির বার্তা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান কয়েকজন সমাজসেবী ব্যক্তির।উল্লেখ্য, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম তিলাবনী। সেখানে সংখ্যা লঘুদের রয়েছে মাজার স্থান। যেখানে বিশেষ এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের ঈশ্বর (আল্লাহ) প্রার্থনা করেন। এই ব্লকের কুচডিহি গ্রামের অনুপ কুমার সাঁই, নামে এক হিন্দু এই মাজারে আল্লাহর কাছে একটা মানত করেছিলেন। সেই মানত পূরণ হয়েছে তার, সে কারণেই শুক্রবার রাত্রি ৮৩০ নাগাদ মাজারে চাদর চাপানোর পরিকল্পনা করেন* * তিনি বলে জানান। অনুপবাবু এবং*শান্তি বাদ্যকর নামে তাঁর এক বন্ধু তিলাবনী গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইদ্রিস আলীও গ্রামের প্রায় সমস্ত মুসলিম ভাইদের নিয়ে এদিন মাজারে ভক্তির সঙ্গে চাদর চড়ালেন।

শিক্ষক ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে প্রাথমিক স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমানের জামালুরের জামালপুর পূর্ব চক্রের অধীন আবুইঝাটি অঞ্চলের আজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মূলত প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে সহ শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করা হয়। উদ্বোধন করেন ওই চক্রেরই প্রবীণ প্রধান শিক্ষক স্বপন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ওই চক্রের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ, পঞ্চায়েত সদস্য রাকিবুল মোল্লা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পূর্ব চক্রের শিক্ষাবন্ধু সুহাস ঘোষ সহ অবিভাবকরা।

প্রধান শিক্ষক অমরেশ বসু জানান, বর্তমান দিনে শিক্ষায় প্রযুক্তির ভূমিকা যথেষ্টই রয়েছে। তাঁদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল স্কুলের বাচ্চাদের জন্য একটি স্মার্ট ক্লাস রুম করার।শনিবার সেই স্বপ্ন তাঁদের সফল হয়। এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁর সহকর্মী প্রলয় মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু কুণ্ডু ও সৌমিতা চক্রবর্তী। এছাড়াও এলাকার মানুষ তাঁদের এই স্মার্ট ক্লাসরুম করতে সাহায্য করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে খুব খুশী। কারণ এতে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনায় অনেক বেশি আকর্ষিত হবে এবং স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীও অনেক কমে যাবে। জামালপুরে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন সবে স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাস শুরু হয়েছে আগামী দিনে সমস্ত স্কুলে স্মার্ট ক্লাস শুরু হবে এই স্মার্ট ক্লাস শুরু হলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়বে তার সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতিও হবে।

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত রাজবলহাট (উত্তরপাড়া)-র চক্রবর্তী বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজো এবারে ৫৫ বছরে পা দিল।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জীবনদায়ী ঔষধের বর্ধিত মূল্য এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার দুপুরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকে অবস্থিত সাঁওতালডি কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হল।

এদিন কলেজের মূলগেটে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে জীবনদায়ী ঔষধের বর্ধিত মূল্য এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অশোক দাস ও পাড়া ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অনিমেশ মুখার্জি সহ অন্যান্যরা।

আসানসোল হাসপাতালে মা ক্যান্টিন উদ্বোধন ডিম ভাতে মধ্যাহ্নভোজন মন্ত্রী মলয় ঘটকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালের চত্বরে উদ্বোধন হলো পাঁচ টাকার বিনিময়ে একবেলা পেট ভরে খাবারে রাজ্য সরকারি প্রকল্প মা ক্যান্টিন। এদিন প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাক্তার নিখিল চন্দ্র দাস, মেয়র পরিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৮৫ নম্বরের কাউন্সিলর কল্যাণী রায় সহ আরও অনেকে।

হাসপাতাল চত্বরে এরকম প্রকল্পের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর পরিজনরা। মন্ত্রী মলয় ঘটক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে সমস্ত অতিথি ও ক্যান্টিনে প্রথম দিনে খেতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন করেন। এদিনের মেনুতে ছিল মিনিকেট চালের ভাত, ডাল, পাঁচমিশালী তরকারি ও সিদ্ধ ডিম। অনুষ্ঠান চলাকালীন মলয় ঘটক নিজের হাতে এই ক্যান্টিনে খেতে আসা সাধারণ মানুষকে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেন। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় দুঃস্থ মানুষের জন্য সারা রাজ্যজুড়ে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে একবেলার জন্য পেট ভরে খাবারের আয়োজন করেছেন।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে শুধু এই এলাকার নয় পার্শ্ববর্তী জেলা এমনকি ভিন রাজ্যের বহু মানুষকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের লোকজন। তারা তাদের পরিবারের লোককে হাসপাতালে সুস্থ চিকিৎসার জন্য ভর্তি করার পর আর্থিক অভাবে নিজেরা পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারেন না। কিন্তু এবার থেকে এই ক্যান্টিন তাদের একবেলার ক্ষুধা নিবারণ করবে। এবং এই প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প।

হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস বলেন, এমনিতেই সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালে ক্যান্টিন রয়েছে কিন্তু অনেক ব্যক্তি যারা রোগীর সঙ্গে আসেন তারা সেই ন্যূনতম মূল্যও ব্যয় করতে পারে না তাই মা ক্যান্টিন তাদের এই সমস্যা সমাধান করবে। শুধু তাই নয় এর আগে সরকারি প্রকল্পের অন্তর্গত রোগীর পরিজনদের জন্য রাত্রিযাপন কেন্দ্র অনেকদিন আগেই করা হয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলর কল্যাণী রায় বলেন, তাঁর ওয়ার্ডে এই প্রকল্প হওয়ার জন্য তিনি রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। শুধু তাই নয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। আপাতত প্রত্যেকদিন এই ক্যান্টিন থেকে গড়ে তিনশো জনকে পাঁচ টাকার বিনিময় একবেলার খাবার দেওয়া হবে।

মায়ের চিকিৎসার খরচ, গৃহঋণের টাকা পরিশোধ নিয়ে দিশেহারা চাকরিহারা লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে ● হুগলি

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে জীবনে কার্যত বিপর্যয় নেমে এসেছে শ্রীরামপুর মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেওয়া লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পদার্থ বিদ্যায় এমএসসি করার পর ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় সফল হন।

আচমকা কর্মচ্যুত হয়ে বিমর্ষ লোকনাথ জানান, তাঁর মা অনেক দিন ধরেই অসুস্থ। তিনি খানাকুলের রামনগরের বাড়িতে থাকেন। কিডনির অসুখের জন্য তাঁর চিকিৎসা চলছে। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, 'দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছি। মনে জেদ ছিল। অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট ভালো ছিল। ভালোবেসেই শিক্ষকতার পেশায় এসেছিলাম। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক ছিলাম। অন্যের ভুলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।' সেই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'সবাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে। যোগ্যদের কথা কেউ বলছে না। এটা খুবই দুঃখের। আমাদের যে তকমা দিয়ে অসম্মানিত করা হল এই ক্ষতি কী ভাবে পূরণ এই সময় হবে? মায়ের চিকিৎসার খরচ, গৃহঋণের কিস্তির টাকা কী ভাবে পরিশোধ করব জানা নেই।'

লোকনাথের সহকর্মী মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিমল কোলে বলেন, 'প্রায় ছ'বছর ধরে দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পদার্থ বিদ্যা পড়াচ্ছেন লোকনাথ। তাঁর দক্ষতা ও পড়ানোর কৌশল নিয়ে আমাদের মনে কোনও সংশয় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা দশ জনের মধ্যে একজন লোকনাথ। অনায়াসেই সে অধ্যাপনা করতে পারত। আমরা মানবিক ভাবে লোকনাথের পাশেই আছি।' অভিভাবক সমীর দে বলেন, 'লোকনাথবাবু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খুব যত্ন সহকারে পড়াতেন। একবার স্কুলের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে গিয়ে সেটা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। উনি স্কুলে না এলে ছাত্রছাত্রীদের মন খারাপ হবে, এটা স্বাভাবিক।'

লোকনাথের মতোই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক ইংরেজি শিক্ষিকার। কিন্তু নিজের দায়বদ্ধতা থেকেই এ দিন স্কুলে পরীক্ষার গার্ড দিতে এসেছিলেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন, 'অযোগ্যদের তালিকায় আমার নাম ছিল না। পরীক্ষা দিয়েই সম্মানের সঙ্গে চাকরি করছিলাম। কিন্তু আদালতের নির্দেশে চাকরি যাওয়ায় নিজের নাম বলতেও দুঃখ হচ্ছে। সবার মতো আমারও পরিবার আছে। কোনও অন্যায় না করেই আমাদের এত বড় শাস্তি দেওয়া হল। এখন বেতন বন্ধ হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। তার দায় কে নেবে?'

হারের হ্যাটট্রিক চেন্নাইয়ের, জয়ের হ্যাটট্রিক দিল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের শুরু থেকেই চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে দুর্গ তাদের ঘরের মাঠ। সব দলের মধ্যে ঘরের মাঠে তাদের নজিরই সবচেয়ে ভাল। সেই চিপকেই আবার একটি ম্যাচে হারল চেন্নাই। বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর আরও এক বার। দিল্লির তোলা ১৮৩/৬-এর জবাবে চেন্নাই থামল ১৫৮/৫ রানে। হার ২৫ রানে। ব্যাটিং এবং বোলিং, দুই বিভাগেই শনিবার চেন্নাইকে অত্যন্ত সাদামাঠা দেখিয়েছে। পাঁচ বার আইপিএল জয়ীদের থেকে যা প্রত্যাশিত নয়। ১৬ বছর পর আইপিএলের প্রথম তিনটি ম্যাচ জিতল দিল্লি। চেন্নাইয়ের মাঠে জিতল ১৫ বছর পর।

চেন্নাইয়ের পিচ এমনিতেই মন্থর। তাই পরে ব্যাট করতে নেমে ১৮৪ রান তোলা সহজ ছিল না। দীর্ঘ দিন পর ওপেনিং জুটিতে ফিরেছিলেন রাচিন রবীন্দ্র এবং ডেভন কনওয়ে। তবে এই আইপিএলে যে ভাবে চেন্নাইকে ওপেনিং জুটি ভোগাচ্ছে, তা শনিবারও অব্যাহত। দ্বিতীয় ওভারেই বাংলার মুকেশ কুমারের বলে তাঁর হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রাচিন। আশা ছিল রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে নিয়ে। তিনিও ব্যর্থ। পাঁচ রান করে মিচেল স্টার্কের বলে জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্কের হাতে ক্যাচ দেন।

২০ রানে ২ উইকেট হারানো চেন্নাইয়ের সেই সময়ে দরকার ছিল বড় একটা জুটি। সেটাই বা হল কোথায়! দলকে যিনি ভরসা দিতে পারতেন, সেই কনওয়ে ফিরে গেলেন ১৩ রানে। চারে নামা বিজয় শঙ্কর চেন্নাইয়ের রানের গতিই কমিয়ে দিলেন। শুরু থেকেই এত বেশি বল খেলতে লাগলেন যে আস্কিং রেট লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকল।

দ্বিতীয় বলেই ফিরে যেতে পারতেন শঙ্কর। স্টার্কের ইয়র্কার তাঁর জুতোয় আছড়ে পড়া সত্ত্বেও অভিষেক পোড়েলের আপত্তিতে দিল্লি রিভিউ নেয়নি। অভিষেক বোঝাতে থাকেন, বল আগে ব্যাটে লেগেছে। রিপ্লে-তে স্পষ্ট দেখা যায় বল আগে শঙ্করের জুতোয় লেগেছে। এর পরে শঙ্করের গোটা দুয়েক ক্যাচও ছাড়ে দিল্লি। এত বার জীবন পেয়েও তা কাজে লাগিয়ে দলকে জেতাতে পারেননি চেন্নাই ব্যাটার।

শিবম দুবে (১৮), রবীন্দ্র জাডেজা (২) ব্যর্থ হওয়ার পর সাতে ব্যাট করতে নামেন ধোনি। তখনও খেলার ৯.২ ওভার বাকি। পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা গেল, ২০২৩ সালের পর এই প্রথম এত আগে (বল বাকি থাকার হিসাবে) নামলেন ধোনি। তিনি যতগুলি ম্যাচে সাতে ব্যাট করতে নেমেছেন, তার মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ ম্যাচে জিতেছে চেন্নাই। শনিবারের পর সেই পরিসংখ্যান আরও খারাপ হতে বাধ্য।

ধোনি-শঙ্কর ক্রিজে থাকার সময় শুরুতে চেন্নাইয়ের খেলা দেখে মনেই হচ্ছিল না তাদের জেতার কোনও ইচ্ছা রয়েছে। দু'জনেই কেউই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে পারছিলেন না। ধোনিকে দেখে খারাপ লাগতে বাধ্য। ১০০-র বেশি রান বাকি থাকা অবস্থায় খেলতে নামলে যে ধরনের খেলা মানুষ প্রত্যাশা করে, তার ধারেকাছেও ছিলেন না ধোনি। স্পিন এবং পেস, দু'ধরনের বলেই তাঁর দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। এক সময় 'থ্রিডি' ক্রিকেটার শঙ্করের কথা আরও কম বলা গেলে ভাল। ৪৩ বলে অর্ধশতরান করেন, টি-টোয়েন্টির যুগে এই স্ট্রাইক রেট ভাবাই যায় না। টি-টোয়েন্টিতে এর থেকেও কম বলে শতরান হয়ে যায়! দু'জনে মিলে প্রায় ১০ ওভার ব্যাট করলেন। তা সত্ত্বেও জিততে পারল না চেন্নাই। শঙ্কর অপরাজিত থাকলেন ৬৯ রানে। ধোনি করলেন ৩০ রান। শেষ দিকে তবু একটু আগ্রাসী খেলার চেষ্টা করেছিলেন। তত ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

তার আগে, টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর পটেল। ম্যাচের আগের দিন জল্পনা বাড়িয়েছিলেন চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। জানিয়েছিলেন, শনিবারের ম্যাচে অধিনায়কত্ব করতে পারেন ধোনি। কারণ রুতুরাজের কনুইয়ে চোট। তবে টসের সময় আশাভঙ্গ হল ধোনি-সমর্থকদের। টস করতে নামেন রুতুরাজই।

চেন্নাইয়ের মাঠে দুপুরে খেলা থাকলে আগে ব্যাট করাই প্রথা। আগের ২০টি ম্যাচের ১৮টিতেই আগে ব্যাট করেছে টসে জয়ী দল। দিল্লির শুরুটা ভাল হয়নি। খলিল আহমেদের প্রথম চারটি বল কোনও মতে খেলে দেওয়ার পর পঞ্চম বলে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হাতে ক্যাচ দেন জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক।

দিল্লি এ দিন পায়নি ফাফ ডুপ্লেসিকে। অক্ষর জানান, ডুপ্লেসির শরীর খারাপ। ফলে ম্যাকগার্কের সঙ্গে ওপেন করতে নেমেছিলেন কেএল রাহুল। অভিষেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনিই দলের হাল ধরেন। অভিষেক বেশ আগ্রাসী খেলেন। মুকেশ চৌধুরির একটি ওভার থেকে ১৯ রান নেন। তবে পাওয়ার প্লে-তে বেশি রান তুলতে পারেনি দিল্লি।

সপ্তম ওভারে জাডেজা তুলে নেন অভিষেককে (৩৩)। চারে নামা অক্ষর প্রথম বলেই জাডেজাকে ছয় মারলেও রাহুলের সঙ্গে লম্বা জুটি গড়তে পারেননি। একটা দিক রাহুল ধরে রাখলেও অপর দিক থেকে উইকেট পড়ছিল। শেষ দিকে এসে ট্রিস্টান স্টাবস (১২ বলে অপরাজিত ২৪) কিছুটা চেষ্টা করেন। শেষ ওভারে রাহুলও ফিরে যান। চেন্নাইয়ের সফলতম বোলার খলিল ২৫ রানে ২ উইকেট নেন।

খেলার হার-জিত ভুলে সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে মন জিতে নিলেন দেবাশিস দত্ত

খেলা দেখতে গিয়ে জামশেদপুরে পুলিশের মার, ফাটল সবুজ মেরুন সমর্থকের মাথা

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি যেমন ফুটবলারদের বন্ধু, তেমন সমর্থকদেরও কাছের মানুষ।তিনি দেবাশিস দত্ত। জামশেদপুরে আইএসএল ম্যাচে আচমকাই মোহনবাগানের কিছু সমর্থকের ওপর খেলাচলাকালীন লাঠিচার্জ করে সেখানকার পুলিশ। তাতে মাথায় ফাটে এক সবুজ মেরুন সমর্থকের। ম্যাচ শেষেই তাঁকে দেখতে ছুটে যান মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। এরপর সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়াও জানায় মোহনবাগান। অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে এভাবে প্রহৃত হওয়ায় অবাক হয়ে যান তিনিও। চিকিৎসা কতদূর হল, কীভাবে বাড়ি ফিরবেন তাঁরা, অভিভাবকের মতোই খোঁজখবর নেন সচিব দেবাশিস দত্ত। এই নিয়ে সমর্থকরা চিঠি দিলে আইএসএল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগও জানাবে বলে জানান তিনি। মোহনবাগান এ'বছর লিগ-শিল্ড জয় করে ফেলেছে। এবার লক্ষ্য কাপ। তারই প্রথম সেমিফাইনাল খেলতে ইস্পাতনগরীতে গিয়েছিল মোহনবাগান। সেখানেই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাদের। মাঠে দু দলের সমর্থকদের ঝামেলা প্রায়শই দেখা যায়। কিন্তু অ্যাওয়ে দলের সমর্থকদের ওপর পুলিশের আক্রোশ ব্যতিক্রম। ৩-৪ জন মোহনবাগান সমর্থক গুরুতর জখম হয়। একজনের মাথা ফেটে গিয়েছে। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার আইএসএলের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জাভি হার্নান্ডেজের শেষ মুহূর্তের গোলে তারা শিল্ডজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ২-১-এ হারিয়ে দেয় জামশেদপুর। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জেভিয়ের সিভেরিওর গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পরও কামিংসের বিশ্বমানের গোলে প্রথমার্ধেই সমতা আনে। এরপরই সবুজ মেরুন সমর্থকরা উচ্ছ্বাস দেখালে গ্যালারিতে উত্তেজনার শুরু হয়। পুলিশ এসে আচমকাই লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ সমর্থকদের। গোটা ঘটনা অনভিপ্রেত বলেই জানায় মোহনবাগান। সামনেই বাগানে নির্বাচন, পরিস্থিতি যা তাতে সচিব পদে দেবাশিস দত্তকে লড়াই করতে হবে সৃঞ্জয় বসুর সঙ্গে। তবে তা নিয়ে ভাবনার চেয়েও সমর্থকদের গুরুত্ব দিতে চান সবার আগে। কারণ, তাঁরাই মোহনবাগানের সব এ'কথা জানেন তিনি। প্রসঙ্গত মোহনবাগান মাঠে দেবাশিস দত্ত দায়িত্ব নেওয়ার পর একের পর এক উন্নতি করেছেন ক্লাবের। মেয়াদ শেষের আগেও ক্লাবের মালীদের জন্য করে দিয়েছেন স্থায়ী বসবাসযোগ্য ঘর। সবুজ মেরুন সমর্থকদের অত্যন্ত প্রিয় দেবাশিস দত্ত খেলার হারজিতের মধ্যেই মন জিতে নিতে চান বাগান ভক্তদের, তা বলাই বাহুল্য।

জামশেদপুরে আহত সমর্থকের খোঁজ নিচ্ছেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত।

ইডেনের পুরস্কারমঞ্চে নজর কাড়লেন অভিষেক ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইডেনে ঝলমলে আইপিএল। চোখধাঁধানো ব্যাটিং ভেঙ্কটেশ আইয়ারের। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে জয় কেকেআরের। এতকিছুর মধ্যেও আলাদাভাবে নজর কাড়লেন অভিষেক ডালমিয়া। তিনি বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি, যিনি আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য। দায়িত্বের সঙ্গেই এই পদ সামলাচ্ছেন দীর্ঘদিন। বৃহস্পতিবার সস্ত্রীক ডালমিয়া মাঠে ঢুকতেই আলাদা উচ্ছ্বাস চোখে পড়ল সবায়ের। ম্যাচ শেষে পুরস্কার মঞ্চেও চারাগাছ পুরস্কারস্বরূপ উপহার তুলে দিতে দেখা যায় বাংলার অন্যতম এই ক্রীড়া সংগঠককে। অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের আইপিএলে সমস্ত খেলায় সর্বোচ্চ ডট বল করার জন্য একটি গাছের চারা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়নের সম্মুখীন তাই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের এমন একটি পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ। কেকেআর বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচ শেষে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার অভিষেক ডালমিয়া কেকেআরের বৈভব অরোরা'র হাতে চারা গাছ উপহার দেন। ম্যাচ শেষে বেরোনোর সময়ও অভিষেক ডালমিয়াকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। উল্লেখ্য, এর আগেও মুম্বইতে কেকেআরের ম্যাচে পুরস্কার মঞ্চে দেখা যায় তাঁকে। ট্রেন্ট বোল্টের হাতে তুলে দেন চারাগাছ।

ম্যাচ শেষে ইডেনে বৈভব অরোরা'র হাতে চারা গাছ উপহার তুলে দিলেন আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে মুখোমুখি মেইতেই-কুকি

ইম্ফল, ৫ এপ্রিল: মণিপুরে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে এবার মেইতেই এবং কুকি জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসল কেন্দ্রীয় সরকার। দুই জনজাতির মধ্যে সংঘাতকে ঘিরে ২০২৩ সালের মে মাস থেকে তপ্ত রয়েছে মণিপুর। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রয়েছে। মণিপুরের প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা। সম্প্রতি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের এক প্রতিনিধিদল মণিপুরে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জরিপ করেছে। এরই মধ্যে শনিবার দুই জনজাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসল কেন্দ্র। পিটিআই সূত্রে খবর, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটি 'বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানের' পথ খুঁজতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। ২৩ মাসের এই সংঘর্ষে প্রথম বারের জন্য মুখোমুখি বসল মেইতেই ও কুকিরা।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, অশান্তি কবলিত রাজ্যে কী ভাবে শান্তি ফেরানো যায়, তার একটি দিকনির্দেশ পাওয়ার চেষ্টা হয়েছে ওই বৈঠকে। কুকি এবং মেইতেই জনজাতির মধ্যে কী ভাবে ভরসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে শনিবারের বৈঠকে। বৈঠকে মেইতেই জনজাতির ছ'জন এবং কুকি জনজাতির ন'জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-র অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ অধিকর্তা একে মিশ্র। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের পর থেকেই সে রাজ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে মণিপুরে ২৫০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছেন হাজারেরও বেশি মানুষ। সেই আবহেই অশান্তি-কবলিত এই রাজ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। মণিপুরের দায়িত্ব এখন সামলাচ্ছেন রাজ্যপাল ভাল্লা। রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পরেও মণিপুরের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন'বা আফস্পার (আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এলাহাবাদ আদালতের বদ্ধ কেবিনে শপথ নিলেন বিচারপতি বর্মা

এলাহাবাদ, ৫ এপ্রিল: বিক্ষোভের ভয়ে বদ্ধ কেবিনে শপথ নিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে সদ্য ট্রান্সফার হওয়া বিচারপতি যশবন্ত বর্মা। তবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেও এখনই তাঁকে কোনও বেঞ্চে রাখা হচ্ছে না। যতদিন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হচ্ছে, ততদিন তাঁকে ডিউটি দেওয়া হবে না বলেই খবর।

কিন্তু আইনজীবীদের ওই আপত্তি উড়িয়েই সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে নেয় কেন্দ্র। সেই মতো শনিবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে শপথ নিলেন বিচারপতি বর্মা। সচরাচর বিচারপতিরা খোলা আদালতে শপথ নিয়ে থাকেন। কিন্তু এদিন সম্ভবত সেই বিক্ষোভের ভয়েই বিচারপতি বর্মার শপথ করানো হয় বন্ধ কেবিনে। তবে আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি বর্মাকে এখনই কোনও মামলার দায়িত্ব দেওয়া হবে না। যতদিন না তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে ক্লিনচিট পাচ্ছেন ততদিন তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, বিচারপতি বর্মার বাড়িতে প্রচুর নোট উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় হইচই শুরু হওয়ার পর ২০ ও ২৪ মার্চ দুটি আলাদা বৈঠকে বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠানোর সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। সেই সুপারিশ পাঠানো হয় কেন্দ্রের কাছে। যদিও তাতে বেঁকে বসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি বলেন, বিচারপতি বর্মাকে কোনও আদালতেই বদলি করা উচিত হবে না।

আত্মসমর্পণ ৮৬ মাওবাদীর

অমরাবতী, ৫ এপ্রিল: নিরাপত্তাবাহিনীর লাগাতার অভিযানের জেরে কোমর ভেঙে গিয়েছে মাওবাদীদের। মাও-মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে অভিযানের ঝাঁজ বাড়তেই আত্মসমর্পণের পথ ধরল মাওবাদীরা। শনিবার তেলঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮৬ জন মাওবাদী সদস্য। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ২০ জন মহিলা।

NOTICE INVITING TENDER

e-Tender is hereby invited by the undersigned against **N.I.T No –123/DUMA/2025 Dated-04/04/2025-** for 1 no Scheme under 15th C.F.C (Tied) Fund, Bid Submission End Date: **12/04/2025 upto 6.00 PM.** Bid Opening Date -**16/04/2025**. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned on any working day.

Sd/-
Prodhan
Duma Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra-II Development Block
P.O-Sabdalpur
North 24 Parganas

Notice Inviting E-Tender

NIT NO-177/BGP-15th FC/25 Dated-02/04/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_803025_ (SL No 1 to 8) NIT NO-178/BGP-15th FC/25 Dated-02/04/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_832946_ (SL No 1 to 7). NIT NO-179/BGP-5th SFC/25 Dated-02/04/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_833159_(SL No 1 to 4) NIT NO-180/BGP-ZP own Fund/25 Dated-02/04/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_833095_ (SL No 1 to 2). **Critical date :** Bid Submission date- **04/04/2025.** Bib submission end date -**11/04/2025.** Bid Opening date -**16/04/2025.**

Sd/- Prodhan
Beraberi Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MARICHA GRAM PANCHAYAT
Vill.-East Dhania,
P.O.- Mashunda, P.S.-
Amdanga, North 24 PGS.

NOTICE INVITING TENDER

e-NIT No.
1. **MAR/741/15TH FC/2025**
2. **MAR/742/15TH FC/2025**
3. **MAR/743/15TH FC/2025**

Dated: 04-04-2025

The Prodhan, Maricha Gram Panchayat, Amdanga Dev. Block, North 24 Pgs.invites e-tender from the eligible contractors for the 03 nos work under TIED FUND. Bid submission closing (online): **12-04-2025 upto 17.00 IST.** For details Information/downloading/uploadingetc.may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://etendesr.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Maricha Gram Panchayat
Amdanga Dev. Block, North 24 Pgs.

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAL P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARA WEST BENGAL. Phone No: 2477-9245
SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotations are hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-

Name of the Work: Supply of different parts of Big dia tube well with submersible pump under Rajpur- Sonarpur Municipality.	**Name of the Work:** Electrical maintenance work including timer adjustment work for pump houses within Rajpur Sonarpur Municipality.
N.I.Q.No.: WBMAD/ULB/RSM/WS/02/25-26 Dt. 04.04.2025	N.I.Q.No.: WBMAD/ULB/RSM/WS/03/25-26 Dt. 04.04.2025
Submission started date: 05.04.2025 at 17.30 hrs.	Submission started date: 05.04.2025 at 17.30 hrs.
Submission End date: 12.04.2025 at 17.30 hrs.	Submission End date: 12.04.2025 at 17.30 hrs.
Part I opening date: 16.04.2025 at 12-30 hrs.	Part 1 opening date: 16.04.2025 at 12-30 hrs.

For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.

Dr. Pallab Kumar Das, Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal

E-bids are invited by the Executive Officer, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1	Rejuvenation of Water Body at Municipal Complex Pond including O & M works for 05 years within Jaynagar-Majilpur Municipality under AMURT-2.0 Project.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/AMRUT2.0/ 27 /2024-25

Tender ID: **2025_MAD_833514_1**
Bid submission starting date: **05/04/2025 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **21/04/2025 at 05:30 PM**
Date and time of opening of Technical Proposals (online):
24/04/2025 at 11:00 AM
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer,**
Joynagar Mozilpur Municipality

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'জিহাদের' আহ্বান, মুসলিম ধর্মীয় নেতার 'ফতোয়া' জারি

তেলআভিভ, ৫ এপ্রিল: বিশ্বের সব মুসলিম ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করার আহ্বান জানিয়ে একটি বিরল ধর্মীয় ফরমান বা 'ফতোয়া' জারি করেছেন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত। অবরুদ্ধ গাজার বাসিন্দাদের ওপর ১৭ মাস ধরে চলা নৃশংস ও নির্বিচার ইজরায়েলি হামলার প্রতিক্রিয়ায় গতকাল তাঁরা এ ফতোয়া জারি করেন।

ইউসুফ আল-কারযাভীর নেতৃত্বে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারসের (আইইউএমএস) মহাসচিব আলী আল-কারদাঘি গতকাল সব মুসলিম দেশকে 'এই গণহত্যা এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে অবিলম্বে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে হস্তক্ষেপ করার' আহ্বান জানিয়েছেন।

১৫ দফা,সংবলিত ওই ফরমানে আলী আর কারদাঘি বলেন, 'গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে আরব ও ইসলামিক সরকারগুলো ব্যর্থ হলে তা ইসলামিক আইন অনুযায়ী আমাদের নিপীড়িত ফিলিস্তিনি ভাইদের বিরুদ্ধে বড় অপরাধ বলে গণ্য হবে।' কারদাঘি মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সম্মানিত ধর্মীয় নেতাদের একজন। তাঁর ফরমান বা ফতোয়াগুলো বিশ্বের ১৭০ কোটি সুন্নি মুসলমানের কাছে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে।

'ফতোয়া' হল ইসলামিক আইনি আদেশ। সাধারণত কোরআন ও হাদিসের আলোকে একজন ধর্মীয় নেতা এ আদেশ জারি করেন। তবে এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। কারদাঘি বলেন, 'গাজার মুসলমানদের নির্মূলে কাজ করা কাফের শত্রুকে 'ইজরায়েল সমর্থন করা নিষিদ্ধ, তা সে যে ধরনের সমর্থনই হোক না কেন।' তিনি আরও বলেন, এদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা অথবা স্থল, জল বা আকাশপথে সুয়েজ খাল, বাব এল-মান্দেব ও হরমুজ প্রণালির মতো আন্তর্জাতিক জলসীমা বা বন্দরের মাধ্যমে তাদের পরিবহণকে সহায়তা করা নিষিদ্ধ।

এই ধর্মীয় নেতা বলেন, 'গাজায় আমাদের ভাইদের সহায়তার লক্ষ্যে দখলদার শত্রুদের স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে অবরুদ্ধ করার দাবি জানিয়ে কমিটি (আইইউএমএস) একটি ফতোয়া জারি করেছে।' কারদাঘির বিবৃতির প্রতি অন্য আরও ১৪ জন মুসলিম পণ্ডিত সমর্থন জানিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে বিশ্বের সব মুসলিম দেশের প্রতি তাদের সঙ্গে ইজরায়েলের শান্তিচুক্তিগুলো পর্যালোচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকার মুসলিমদের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তিনি আগ্রাসন বন্ধে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করেন।

সিরিয়ায় ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে নারাজ তুরস্ক

দামাস্কাস, ৫ এপ্রিল: সিরিয়ায় গত ডিসেম্বরে নতুন শক্তি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের সামরিক স্থাপনায় নিয়মিত হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এটা দেশের নতুন সরকারের হুমকি মোকাবিলার সক্ষমতাকে খর্ব করছে। প্রতিবেশী তুরস্ক সিরিয়ার নতুন সরকারের ঘনিষ্ঠ মিত্র। কিন্তু সেখানে নিয়মিত হামলা চালানো সত্ত্বেও ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চায় না তুরস্ক।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ন্যাটো বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তুরস্কের বিদেশমন্ত্রী হাকান ফিদান একথা বলেন। সিরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে বলে মনে করে আঙ্কারা। এক প্রশ্নের জবাবে ফিদান বলেন, দামেস্কের নতুন প্রশাসন যদি প্রতিবেশী ইজরায়েলের সঙ্গে 'নির্দিষ্ট কিছু বোঝাপড়া' চায়, তা নিয়ে তুরস্কের কোনও আপত্তি নেই। কারণ, সেটাকে সিরিয়ার নিজস্ব বিষয় বলে মনে করেন ফিদান।

ন্যাটো সদস্য তুরস্ক ২০২৩ সালে শুরু হওয়া গাজায় ইজরায়েলের হামলার কঠোর সমালোচনা করে আসছে। তুরস্কের অভিযোগ, গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েল। তারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) যৌথভাবে একটি মামলা করেছে। ইজরায়েলের সঙ্গে সব বাণিজ্য স্থগিত করেছে।

প্যালেস্তানীয়দের ওপর গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইজরায়েল। মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে যে বৈরিতা চলছে, সিরিয়াতেও তার আঁচ লাগছে। গত ডিসেম্বরে সিরিয়ায় নতুন সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে ইজরায়েলি বাহিনী কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। এসব হামলাকে সিরিয়ার ভূখণ্ডে ইজরায়েলের অনধিকার প্রবেশ বলে মনে করে তুরস্ক। তবে ইজরায়েল বলে আসছে, তারা সিরিয়ায় কোনও বৈরী শক্তির কার্যক্রম সহ্য করবে না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানে হামলা চালানোর হুমকি সম্পর্কে জানতে চাইলে তুরস্কের বিদেশমন্ত্রী বলেন, মতবিরোধ মিটমাট করার জন্য কূটনীতি বাড়াতে হবে। নিজের প্রতিবেশীর ওপর কেউ হামলা করুক, তা চায় না আঙ্কারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ৬ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

বাসন্তী দুর্গাপূজা এবং রাম নবমী

এস ডি সুব্রত

হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মতে যুগ যুগ ধরে ভগবান বিষ্ণু আমাদের এই বিশ্ব সংসারের পালনকর্তা । বিভিন্ন যুগে তিনি নানা অবতার রূপে অবতরণ করেন। শাস্ত্র অনুযায়ী ত্রেতা যুগে রাম জন্মেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপে ।তাই রামের জন্মদিনটি রাম নবমী উত্ সব রূপে পালন করা হয়। চৈত্র মাসের বাসন্তী দুর্গাপূজার নবমী তিথিতে রাম নবমী উৎসব পালিত হবে । এই দিনে, রাম মন্দিরে ভজন, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামে ও শহরে শোভাযাত্রা বের করা হয় । সনাতন ধর্মের লোকদের কাছে এই উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এটি সারা বাংলাদেশ ও ভারতে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়, তবে রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় এই উত্ সবের মহাত্ম্যই আলাদা ।

ভগবান রামের জন্মদিনটি রাম নবমী উৎসব রূপে পালন করা হয় । এটি হিন্দু উৎসব । রাম ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ।এই উৎসবটি চৈত্র মাসে নবম দিনে পালিত হয় । এটি সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসের মধ্যে ঘটে থাকে । ত্রেতা যুগে ভগবান বিষ্ণু রাম অবতার রূপে অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান রামের উল্লেখ যে শুধুমাত্র প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে পাওয়া যায় তা নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থেও ভগবান রামের উল্লেখ আছে । এই উৎসবের দিনে মন্দ শক্তিকে পরাজিত করে ভালোর প্রতিষ্ঠা করা হয়, অর্ধমকে বিদায় করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

এই দিন সকালে হিন্দুদের আদি দেবতা সূর্য দেবকে জল প্রদান করে, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সূর্য দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ করা হয় । রাম নবমী উপলক্ষ্যে ধার্মিক ব্যক্তিরা সমগ্র দিন জুড়ে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন । সমগ্র দিনজুড়ে ভক্তিমূলক গান গাওয়া বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় বইগুলি থেকে পাঠ করে শোনাবার কথা বলা হয় । এই দিনটিতে রাম কথার বর্ণনা করে, রাম কাহিনী পড়ে দিনটি পালন করা হয় । অনেকে মন্দিরে যান, অনেকে বাড়িতে রামের মূর্তিতে পূজা করেন। ভগবান রাম কে ছিলেন ? প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মতে যুগ যুগ ধরে ভগবান বিষ্ণু এ বিশ্ব সংসারের পালক । বিভিন্ন যুগে তিনি নানা অবতার রূপে আমাদের ধরিত্রীতে অবতরণ করেন, বিশ্ব সংসারের সকল মানুষকে ন্যায়পরায়ণতার ও সত্যের পথ প্রদর্শন করতে মিথ্যার উপর সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা করতে শিখিয়েছেন । ত্রেতা যুগে রাম জন্মেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মেছিলেন । রাম নবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল অধর্মকে বিদায় করে ধর্মকে স্থাপন করা । মন্দ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির সূচনা করা । খরাপকে বিনাশ করে ভালকে প্রতিষ্ঠা করা । পুরাণ বলে রমন্তে সর্বত্র ইতি রামঃ যার অর্থ হল রাম যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন । হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, মহাবিশ্বের রক্ষক ভগবান বিষ্ণু ধর্মের ক্ষতি রোধ করতে অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী রাম রূপে অবতীর্ণ হন । এটা বিশ্বাস করা হয় যে রাম নবমীতে মর্যাদার প্রতিমূর্তি ভগবান রামের পুজো করলে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য আসে । জীবনে সর্বদা সুখ এবং সমৃদ্ধি থাকে । ভগবান রামের উপাসনা করলে জীবনে ইতিবাচকতা বজায় থাকে এবং সমস্ত কাজ বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় এই বিশ্বাস হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের । রাবণের অত্যাচারের অবসান এবং পৃথিবী থেকে দুষ্টদের নির্মূল করে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল। তাই রামনবমীর উৎসব ভগবান রামের জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়।

চড়ক পূজা

চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব

এস ডি সুব্রত

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই কথাটা যে কতখানি সত্যি তা আমরা সকলেই জানি। উৎসব শুরু হয় পয়লা বৈশাখ দিয়ে, আর শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির মাধ্যমে।বাঙালীর এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তি ও চড়কের পূজা বেশ বিখ্যাত। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকজ উৎসব চড়ক পূজা। চৈত্রের শেষ দিনে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দুই তিন দিনব্যাপী এ পূজা উৎসব চলে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেবতা শিবের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে চড়ক পূজা এ উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে যা চড়ক মেলা নামে পরিচিত । লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজার উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও এ পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীনকালে এ উৎসব প্রচলিত ছিল পাশুপত সম্প্রদায়ের মধ্যে। উচ্চ স্তরের লোকদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। কোন কোন মতে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই পূজা প্রথম শুরু করেন। গম্ভীরাপূজা বা শিবের গাজন এই চড়কপূজারই অন্য সংস্করণ । এ পূজা চৈত্র মাসের শেষ দিবসে পালিত হয়। এ পূজার বিশেষ অঙ্গের নাম নীলপূজা। পূজার আগের দিন চড়ক গাছটিকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ বা সিঁদুরমথিত লম্বা কাঠের তক্তা বা শিবের পাটা রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে ‘বুড়োশিব’ নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এ পূজার পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুঁড়ির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা এবং দানো-বারনো বা হাজরা পূজা করা। এসব পূজার মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পূজার উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তার পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনো তা প্রচলিত রয়ে গেছে। ভারতের মহারাষ্ট্রের বগাড় উৎসব, অন্ধ্রপ্রদেশের সিরিমনু উৎসব কিংবা মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রাচীন ড্যান্সা ডে লো ভোলাডোরস্ উৎসব বাংলার গাজন উৎসবের চড়ক পূজার অনুরূপ। কথিত আছে পুজায় ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হলেও, এই পুজায় ক্ষেত্রে কিন্তু নিয়ম একেবারেই আলাদা। শোনা যায়, চড়ক পুজোর সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু ধর্মের তথাকথিত নীচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এই পূজায় এখনও কোনও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ে না। প্রতিটি উৎসবই কিছু না কিছু মাঙ্গলিক বার্তা বহন করে। চড়ক পূজাও মাঙ্গলিক বারতা বয়ে আনুক আর টিকে থাকুক লোক উৎসব হিসেবে।